বন - ফুল।

কাব্যোপন্যাস

''অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং করুরুহৈঃ''।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

শ্রী মতিলাল মন্ডল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গুপ্ত প্রেশ :

২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১২৮৬ সাল।

আজি নিশীথিনী কাঁদে, আঁধারে হারায়ে চাঁদে
মেঘ ঘোমটায় ঢাকি কবরীর তারা।

কল্পনে! কুটীর কার তটিনীর তীরে
তরুপত্র ছায়ে ছায়ে, পাদপের গায়ে গায়ে
ডুবায়ে চরণ-দেশ স্রোতস্বিনী নীরে?
চৌদিকে মানব-বাস নাহিক কোথায়
নাহি জন-কোলাহল, গভীর বিজন-স্থল
শান্তির ছায়ায় যেন নীরবে ঘুমায়!
কুসুম-ভূষিত-বেশে, কুটীরের শিরোদেশে
শোভিছে লতিকা-মালা প্রসারিয়া কর,
কুসুমস্তবক রাশি, দুয়ার উপরে আসি
উঁকি মারিতেছে যেন কুটীর ভিতর!
কুটীরের একপাশে, শাখা-দীপ* ধূমশ্বাসে
স্তিমিত আলোক শিখা করিছে বিস্তার।
অস্পষ্ট আলোক তায় আঁধার মিশিয়া যায়
ম্লান ভাব ধরিয়াছে গৃহ-ঘর দ্বার!

---

* হিমালয়ে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার শাখা অগ্নি-
সংযুক্ত হইলে দীপের ন্যায় জ্বলে। তথাকার লোকেরা উহা
দীপের পরিবর্তে ব্যবহার করে।

গভীর নীরব ঘর, শিহরে যে কলেবর !
হৃদয়ে রুধিরোচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে রয়—
বিষাদের অন্ধকারে, গভীর শোকের ভারে
গভীর নীরব গৃহ অন্ধকার ময় !
কে ওগো নবীনা বালা, উজলি পর্ণ-শালা
বসিয়া মলিন ভাবে তৃণের আসনে ?
কোলে তার সঁপি শির, কে শুয়ে হইয়া স্থির,
থেকো থেকো দীর্ঘশ্বাস টানিয়া সঘনে ;
সুদীর্ঘ ধবল কেশ, ব্যাপিয়া কপোল দেশ,
শ্বেতশ্মশ্রু ঢাকিয়াছে বক্ষের বসন,
অবশ জ্যোয়ান হারা, স্তিমিত লোচনতারা
পলক নাহিক পড়ে নিস্পন্দ নয়ন !
বালিকা মলিন মুখে, বিশীর্ণা বিষাদ দুখে
শোকে, ভয়ে অবশ সে সুকোমল হিয়া
আনত করিয়া শির, বালিকা হইয়া স্থির
পিতার বদন পানে রয়েছে চাহিয়া ;
এলোথেলো বেশবাস, এলোথেলো কেশপাশ
অবিচল আঁখি পার্শ্ব করেছে আবৃত !
নয়ন পলক স্থির, হৃদয় পরাণ ধীর
শিরায় শিরায় রহে স্তবধ শোণিত

হৃদয়ে নাহিক জ্ঞান, পরাণে নাহিক প্রাণ
চিন্তার নাহিক রেখা হৃদয়ের পটে!
নয়নে কিছুনা দেখে, শ্রবণে স্বর না ঠেকে
শোকের উচ্ছ্বাস নাহি লাগে চিত্তভটে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি, সুধীরে নয়ন মেলি
ক্রমে ক্রমে পিতা তাঁর পাইলেন জ্ঞান,
সহসা সভয় প্রাণে, দেখি চারিদিক পানে
আবার ফেলিল শ্বাস ব্যাকুল পরাণ
কি যেন হারায়ে গেছে, কি যেন আছেনা আছে
শোকে ভয়ে ধীরে ধীরে মুদিল নয়ন
সভয়ে অস্ফুট স্বরে সরিল বচন
"কোথা মা কমলা মোর কোথা মা জননী?"
চমকি উঠিল যেন নীরব রজনী!
চমকি উঠিল যেন নীরব অবনী!
ঊর্ম্মিহীন নদী যথা ঘুমায় নীরবে
সহসা করণ ক্ষেপে সহসা উঠেরে কেঁপে
সহসা জাগিয়া উঠে চল ঊর্ম্মি সবে!
কমলার চিত্তবাপী সহসা উঠিল কাঁপি
পরাণে পরাণ এলো হৃদয়ে হৃদয়!
স্তব্ধ শোণিত রাশি, আস্ফালিল হৃদে আসি

আবার হইল চিন্তা হৃদয়ে উদয় !
শোকের আঘাত লাগি, পরাণ উঠিল জাগি
আবার সকল কথা হইল স্মরণ !
বিষাদে ব্যাকুল হৃদে নয়ন যুগল মুদে
আছেন জনক তাঁর, হেরিল নয়ন ;
স্থির নয়নের পাতে পড়িল পলক,
শুনিল কাতর স্বরে ডাকিছে জনক
"কোথা মা কমলা মোর কোথা মা জননী !"
বিষাদে ষোড়শী বালা চমকি অমনি
(নেত্রে অশ্রুধারা ঝরে) কহিল কাতর স্বরে
পিতার নয়ন পরে রাখিয়া নয়ন।
"কেন পিতা! কেন পিতা! এই যে রয়েছি হেত
বিষাদে নাহিক আর সরিল বচন !
বিষাদে মেলিয়া আঁখি, বালার বদনে রাখি
...ষ্ট স্থিরনেত্রে রহিল চাহিয়া।
...প্রান্তে দর দরে, শোক অশ্রুবারি ঝরে
বিষাদে সন্তাপে শোকে আলোড়িত হিয়া !
গভীর নিশ্বাসক্ষেপে হৃদয় উঠিল কেঁপে
ফাটিয়া বা যায় যেন শোণিত-আধার !
ওষ্ঠ প্রান্ত থর থরে কাঁপিছে বিষাদ ভরে

নয়ন পলক পত্র কাঁপে বার বার
লোকের স্নেহের অশ্রু করিয়া মোচন
কমলার পানে চাহি কহিল তখন।
"আজি রজনীতে মাগো! পৃথিবীর কাছে
বিদায় মাগিতে হবে, এই শেষ দেখা ভবে
জানিনা তোমার শেষে অদৃষ্টে কি আছে;
পৃথিবীর ভালবাসা পৃথিবীর সুখ আশা,
পৃথিবীর স্নেহ প্রেম ভক্তি সমুদায়
দিনকর, নিশাকর, গ্রহ তারা চরাচর
সকলের কাছে আজি লইব বিদায়;
গিরিরাজ হিমালয়, ধবল তুষারচয়
অয়িগো কাঞ্চন শৃঙ্গ মেঘ-আবরণ।
অয়ি নির্ঝরিণীমালা, স্রোতস্বিনী শৈলবালা
অয়ি উপত্যকে! অয়ি হিমশৈল-বন!
আজি তোমাদের কাছে মুমুর্ষু বিদায় যাচে
আজি তোমাদের কাছে অন্তিম বিদায়।
কুটির পরণ-শলা, সহিয়া বিষাদ জ্বালা
আশ্রয় লইয়াছিনু যাহার ছায়ায়
স্তিমিতদীপের প্রায়, এতদিন যেথা হায়
অন্তিম জীবন রশ্মি করেছি ক্ষেপণ;

আজিকে তোমার কাছে মুমূর্ষু বিদায় যাচে
তোমারি কোলের পরে সঁপির জীবন।
নেত্রে অশ্রুবারি ঝরে নহে তোমাদের তরে
তোমাদের তরে চিত্ত ফেলিছেনা শ্বাস,
আজি জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিবত
বাতাসে মিশাবে আজি অন্তিমনিশ্বাস।
কাঁদিনা তাহার তরে হৃদয় শোকের ভরে
হতেছেনা উৎপীড়িত তাহারো কারণ
আহাহা! দুখিনী বালা সহিবে বিষাদ জ্বালা
আজিকার নিশিভোর হইবে যখন?
কালিপ্রাতে একাকিনী, অসহায়া, অনাথিনী,
সংসার সমুদ্র মাঝে ঝাঁপ দিতে হবে!
সংসারযাতনাজ্বালা কিছুনা জানিস্ বালা
আজিও!—আজিও তুই চিনিস্ বিভবে।
[illegible]তে হৃদয় জ্বলে, মানুষ কারে যে বলে
[illegible]নে কারে বলে মানুষের মন।
কারদ্বারে কালপ্রাতে, দাঁড়াইবি শূন্য-হাতে
কালিকে কাহার দ্বারে করিবি রোদন।
অভাগা পিতার তোর—জীবনের নিশা ভোর
বিষাদ নিশার শেষে উঠিবেক রবি

আজ রাত্রি ভোর হ'লে—কারে আর পিতা বলে
ডাকিবি, কাহার কোলে হাসিবি, খেলিবি?
জীবধাত্রী বসুন্ধরে!—তোমার কোলের পরে
অনাথা বালিকা মোর করিনু অর্পণ!
দিনকর! নিশাকর! আহা এ বালার পর
তোমাদের স্নেহদৃষ্টি করিও বর্ষণ!
শুন সব দিক্‌বালা! বালিকা না পায় জ্বালা
তোমরা জননীস্নেহে করিও পালন!
শৈলবালা! বিশ্বমাতা! জগতের স্রষ্টা পাতা!
শত শত নেত্রবারি সঁপি পদতলে
বালিকা অনাথা বোলে, স্থান দিও তব কোলে
আবৃত করিও এরে স্নেহের আঁচলে!
মুছ মাগো অশ্রুজল! আর কি কহিব বল!
অভাগা পিতারে ভোল জন্মের মতন!
আটকি আসিছে স্বর!—অবসন্ন কলেবর
ক্রমশঃ মুদিয়া মাগো! আসিছে নয়ন!
মুষ্টিবদ্ধ করতল,—শোনিত হইছে জল,
শরীর হইয়া আসে শীতল পাষাণ
এই—এই শেষবার—কুটীরের চারিধার
দেখে লই! দেখে লই মেলিয়া নয়ান!

শেষবার নেত্রভোরে—এই দেখে লই তোরে
চিরকাল তরে আঁখি হইবে মুদ্রিত।
সুখে থেকো চিরকাল!—সুখে থেকো চিরকাল!
শান্তির কোলেতে বালা থাকিও নিদ্রিত!”
স্তবধ হৃদয়োচ্ছ্বাস। স্তবধ হইল শ্বাস।
স্তবধ লোচন তারা। স্তবধ শরীর!
বিষম শোকের জ্বালা—মূর্চ্ছিয়া পড়িল বালা
কোলের উপরে আছে জনকের শির!
গাইল নির্ঝর বারি বিষাদের গান
শাখার প্রদীপ ধীরে হইল নির্ব্বাণ।

দ্বিতীয় সর্গ।

যেওনা! যেওনা!

দুয়ারে আঘাত করে কেও পান্থবর?
“কেওগো কুটীরবাসি! দ্বার খুলে দাও আসি।”
তবুও কেনরে কেউ দেয়না উত্তর?
আবার পথিকবর আঘাতিল ধীরে।
“বিপন্ন পথিক আমি, কে আছে কুটীরে?”

তবুও উত্তর নাই, নীরব সকল ঠাঁই—
তটিনী বহিয়া যায় আপনার মনে!
পাদপ আপন মনে, প্রভাতের সমীরণে
দুলিছে, গাইছে গান সর সর স্বনে!
সমীরে কুটীর শিরে, লতা দুলে ধীরে ধীরে
বিতরিয়া চারিদিকে পুষ্প-পরিমল!
আবার পথিকবর, আঘাতে দুয়ার পর—
ধীরে ধীরে খুলে গেল শিথিল অর্গল।
বিস্ফারিয়া নেত্রদ্বয়, পথিক অবাক রয়
বিস্ময়ে দাঁড়ায়ে আছে ছবির মতন!
কেন পান্থ, কেন পান্থ, মৃগ যেন দিকভ্রান্ত
অথবা দরিদ্র যেন হেরিয়া রতন!
কেনগো কাহার পানে, দেখিছ বিস্মিত প্রাণে
অতিশয় ধীরে ধীরে পড়িছে নিশ্বাস?
দারুণ শীতের কালে, ঘর্ম্ম বিন্দু ঝরে ভালে
তুষারে করিয়া দৃঢ় বহিছে বাতাস!
ক্রমে ক্রমে হয়ে শান্ত, সুধীরে এগোয় পান্থ
থর থর করি কাঁপে যুগল চরণ—
ধীরে ধীরে তার পরে, সভয়ে সঙ্কোচ ভরে
পথিক অস্ফুট স্বরে করে সম্বোধন!

"সুন্দরি !-সুন্দরি!" হায়! উত্তর নাহিক পায়
আবার ডাকিল ধীরে "সুন্দরি! সুন্দরি!"
শব্দ চারিদিকে ছুটে, প্রতিধ্বনি জাগি উঠে,
কুটীর গম্ভীরে কহে "সুন্দরি! সুন্দরি!"
তবুও উত্তর নাই, নীরব সকল ঠাঁই
এখনো পৃথিবী ধরা নীরবে ঘুমায়!
নীরব পরণশালা, নীরব ষোড়শী বালা
নীরবে সুধীর বায়ু লতারে দুলায়!
পথিক চমকি প্রাণে, দেখিল চৌদিক পানে
কুটীরে ডাকিছে কেও "কমলা! কমলা!"
অবাক হইয়া রহে, অস্ফুটে কে ও গো কহে
সুমধুর স্বরে যেন বালকের গলা!
পথিক পাইয়া ভয়, চমকি দাঁড়ায়ে রয়
কুটীরের চারি ভাগে নাই কোন জন।
এখনো অস্ফুটস্বরে, 'কমলা! কমলা!' ক'রে
কুটীর আপনি যেন করে সম্ভাষণ!
কে জানে কাহাকে ডাকে, কে জানে কেন বা ডা
কেমনে বলিব কেবা ডাকিছে কোথায়?
সহসা পথিকবর, দেখে দণ্ডে করি ভর
'কমলা! কমলা' বলি শুক গান গায়!

আবার পথিকবর, হন ধীরে অগ্রসর
  সুন্দরি! সুন্দরি বলি ডাকিয়া আবার!
আবার পথিক হায়! উত্তর নাহিক পায়,
  বসিল উরুর পরে সঁপি দেহ ভার।
সঙ্কোচ করিয়া কিছু পান্থবর আগুপিছু
  একটু একটু ক'রে হন্ অগ্রসর!
আনমিত করি শিরে, পথিকটি ধীরে ধীরে
  বালার নাসার কাছে সঁপিলেন কর!
হস্ত কাঁপে থর থরে, বুক ধুক্ ধুক্ করে
  পড়িল অবশ বাহু কপোলের পর;
লোমাঞ্চিত কলেবরে, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মঝরে
  কে জানে পথিক কেন টানি লয় কর!
আবার কেন কি জানি, বালিকার হস্তখানি
  লইলেন আপনার করতল পরি—
তবুও বালিকা হায়! চেতনা নাহিক পায়—
  অচেতনে শোক জ্বালা রয়েছে পাশরি!
রুক্ষ রুক্ষ কেশ রাশি, বুকের উপরে আসি
  থেকে থেকে কাঁপি উঠে নিশ্বাসের ভরে!
বাঁহাত আচল পরে, অবশ রয়েছে পড়ে
  এলো কেশ রাশি মাঝে সঁপি ডান করে

ছাড়ি বালিকার কর, ত্রস্ত উঠে পান্থবর
  দ্রুত গতি চলিলেন তটিনীর ধারে,
নদীর শীতল নীরে, ভিজায়ে বসন ধীরে,
  ফিরি আইলেন পুনঃ কুটীরের দ্বারে।
বালিকার মুখে চোকে, শীতল সলিল সেকে
  সুধীরে বালিকা পুনঃ মেলিল নয়ন।
মুদিতা নলিনী কলি, মরম হুতাশে জ্বলি
  মূরছি সলিল কোলে পড়িলে যেমন—
সদয়া নিশার মন, হিম সেঁচি সারাক্ষণ
  প্রভাতে ফিরায়ে তারে দেয়গো চেতন।
মেলিয়া নয়ন পুটে, বালিকা চমকি উঠে
  একদৃষ্টে পথিকেরে করে নিরীক্ষণ
পিতা মাতা ছাড়া কারে, মানুষে দেখেনি হা
  বিস্ময়ে পথিকে তাই করিছে লোকন!
আঁচল গিয়াছে খ'সে, অবাক্ রয়েছে ব'সে
  বিস্ফারি পথিক পানে যুগল নয়ন!
দেখেছে কভু কেহ কি, এহেন মধুর আঁখি?
  স্বর্গের কোমল জ্যোতি খেলিছে নয়নে
মধুর স্বপনে মাখা, সারল্য প্রতিমা আঁকা
  'কে তুমি গো?' জিজ্ঞাসিছে যেন প্রতিক্ষ

পৃথিবী ছাড়া এ আঁখি, স্বর্গের আড়ালে থাকি
পৃথ্বীরে জিজ্ঞাসে ‘ কে তুমি ? কে তুমি ’
মধুর মোহের ভুল, এ মুখের নাই তুল
স্বর্গের বাতাস বহে এ মুখটি চুমি।
পথিকের হৃদে আসি, নাচিছে শোণিত রাশি
অবাক্ হইয়া বসি রয়েছে সেথায়।
চমকি ক্ষণেক পরে, কহিল সুধীর স্বরে,
বিমোহিত পান্থবর কমলা-বালায়।
“ সুন্দরি, আমিগো পান্থ, দিকভ্রান্ত, পথশ্রান্ত
উপস্থিত হইয়াছি বিজন কাননে।
কাল হ’তে ঘুরি ঘুরি, শেষে এ কুটীর পুরী
আজিকার নিশি শেষে পড়িল নয়নে।
বালিকা! কি কব আর, আশ্রয় তোমার দ্বার
পান্থ পথ হারা আমি করিগো প্রার্থনা
জিজ্ঞাসা করিগো শেষে, মৃতে লয়ে ক্রোড়দেশে
কে তুমি কুটীর মাঝে বসি সুধাননা ?”
পাগলিনী প্রায় বালা, হৃদয়ে পাইয়া জ্বালা
চমকিয়া বসে যেন জাগিয়া স্বপনে ;
পিতার বদন পরে, নয়ন নিবিষ্ট ক’রে
স্থির হ’য়ে বসি রয় ব্যাকুলিত মনে।

নয়নে সলিল ঝরে, বালিকা সমুচ্চ স্বরে
বিষাদে ব্যাকুল হৃদে কহে "পিতা—পিতা"
কে দিবে উত্তর তোর, প্রতিধ্বনি শোকে ভোর
রোদন করিছে সে ও বিষাদে তাপিতা।
ধরিয়া পিতার গলে, আবার বালিকা বলে
উচ্চৈস্বরে " পিতা-পিতা" উত্তর না পায়।
তরুণী পিতার বুকে, বাহুতে ঢাকিয়া মুখে
অবিরল নেত্র জলে বক্ষ ভাসি যায়।
শোকানলে জল ঢালা, সাঙ্গ হ'লে উঠে বালা
শূন্য মনে উঠি বসে আঁখি অশ্রুময়।
বসিয়া বালিকা পরে, নিরখি পথিকবরে
সজল নয়ন মুছি ধীরে ধীরে কয়,—
"কে তুমি জিজ্ঞাসা করি, কুটীরে এলে কি করি
আমি যে পিতারে ছাড়া জানিনা কাহারে!
পিতার পৃথিবী এই, কোন দিন কাহাকেই
দেখিনি ত এখানে এ কুটীরের দ্বারে!
কোথাহ'তে তুমি আজ, আইলে পৃথিবীমাঝ?
কি ব'লে তোমারে আমি করি সম্বোধন?
তুমি কি তাহাই হবে, পিতা যাহাদের সবে,
মানুষ বলিয়া আহা করিত রোদন?

কিম্বা জাগি প্রাতঃকালে, যাদের দেবতা বলে
　　নমস্কার করিতেন জনক আমার ?
বলিতেন যার দেশে, মরণ হইলে শেষে
　　যেতে হয়, সেথাই কি নিবাস তোমার ?
নাম তার স্বর্গভূমি, আমারে সেথায় তুমি
　　ল'য়ে চল দেখি গিয়া পিতায় মাতায় !
ল'য়ে চল দেব তুমি আমারে সেথায় ?
　　যাইব মায়ের কোলে, জননীরে মাতা ব'লে
আবার সেখানে গিয়া ডাকিব তাঁহারে !
　　দাঁড়ায়ে পিতার কাছে, জলদিব গাছে গাছে
সঁপিব তাঁহার হাতে গাঁথি ফুলহারে !
　　হাতে লয়ে শুকপাখী, বাবা মোর নাম ডাকি
'কমলা' বলিতে আহা শিখাবেন তারে !
　　লয়ে চল দেব, তুমি সেথায় আমারে !
জননীর মৃত্যু হ'লে, ওই হোথা গাছতলে
　　রাখিয়াছিলেন তাঁরে জনক তখন !
ধবল তুষার ভার, ঢাকিয়াছে দেহ তাঁর
　　স্বরগের কুটীরেতে আছেন এখন !
আমিও তাঁহার কাছে করিব গমন !"
　　বালিকা থামিল সিক্ত হয়ে আঁখিজলে

পথিকেরো আঁখিদ্বয়, হ'ল আহা অশ্রুময়
মুছিয়া পথিক তবে ধীরে ধীরে বলে।
আইস আমার সাথে, স্বর্গরাজ্য পাবে হাতে
দেখিতে পাইবে তথা পিতায় মাতায়।
নিশা হ'ল অবসান, পাখীরা করিছে গান
ধীরে ধীরে বহিতেছে প্রভাতের বায়!
আঁধার ঘোমটা তুলি, প্রকৃতি নয়ন খুলি
চারিদিক ধীরে যেন করিছে বীক্ষণ—
আলোকে মিশিল তারা, শিশিরের মুক্তাধারা
গাছ পালা পুষ্প লতা করিছে বর্ষণ!
হোথা বরফের রাশি, মৃত দেহ রেখে আসি
হিমানি ক্ষেত্রের মাঝে করায়ে শয়ান,
এই লয়ে যাই চ'লে মুছে ফেল অশ্রুজলে
অশ্রুবারি ধারে আহা পূরেছে নয়ান!"
পথিক এতেক কয়ে, মৃত দেহ তুলে লয়ে
হিমানি ক্ষেত্রের মাঝে করিল প্রোথিত।
কুটীরেতে ধীরি ধীরি, আবার আইল ফিরি
কত ভাবে পথিকের চিত্ত আলোড়িত।
ভবিষ্যত কলপনে, কত কি আপন মনে
দেখিছে, হৃদয় পটে আঁকিতেছে কত—

দেখে পূর্ণচন্দ্র হাসে, নিশিরে রজতবাসে
ঢাকিয়া, হৃদয় প্রাণ করি অবারিত—
জাহ্নবী বহিছে ধীরে, বিমল শীতল নীরে
মাখিয়া রজত রশ্মি গাহি কলকলে—
হরষে কম্পিত কায়, মলয় বহিয়া যায়
কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে কুসুমের দলে—
ঘাসের শয্যার পরে, ঈষৎ হেলিয়া পড়ে
শীতল করিছে প্রাণ শীত সমীরণ—
কবরীতে পুষ্পভার, কেও বাম পাশে তার
বিধাতা এমন দিন হবে কি কখন ?
অদৃষ্টে কি আছে আহা ! বিধাতাই জানে তাহা
যুবক আবার ধীরে কহিল বালায়,—
"কিসের বিলম্ব আর ? ত্যজিয়া কুটীর দ্বার
আইস আমার সাথে কাল বহে যায় !"
তুলিয়া নয়ন দ্বয়, বালিকা সুধীরে কয়,
বিষাদে ব্যাকুল আহা কোমল হৃদয়—
"কুটীর ! তোদের সবে, ছাড়িয়া যাইতে হবে
পিতার মাতার কোলে লইব আশ্রয় !
হরিণ ! সকালে উঠি, কাছেতে আসিত ছুটি
দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আঁচল চিবায় ;

ছিড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি, মুখেতে দিতাম তুলি
তাকায়ে রহিত মোর মুখপানে হায়!
তাদের করিয়া ত্যাগ যাইব কোথায়?
যাইব স্বরগ ভূমে, আহা হা! ত্যজিয়া ঘুমে
এতক্ষণে উঠেছেন জননী আমার—
এতক্ষণে ফুল তুলি, গাঁথিছেন মালাগুলি
শিশিরে ভিজিয়া গেছে আঁচল তাঁহার—
সেথাও হরিণ আছে, ফুল ফুটে গাছে গাছে
সেখানেও শুক পাখী ডাকে ধীরে ধীরে!
সেথাও কুটীর আছে, নদী বহে কাছে কাছে
পূর্ণ হয় সরোবর নির্ঝরের নীরে!
আইস! আইস দেব! যাই ধীরে ধীরে!
আয় পাখী! আয় আয়! কার তরে রবি হায়
উড়ে যা উড়ে যা পাখি! তরুর শাখায়!
প্রভাতে কাহারে পাখি! জাগাবিরে ডাকি ২
"কমলা!" "কমলা!" বলি মধুর ভাষায়
ভুলেযা কমলানামে, চলে যা সুখের ধামে
'কমলা!' 'কমলা!' ব'লে ডাকিসনে আর
চলিনু তোদের ছেড়ে, যা শুক শাখায় উড়ে—
চলিনু ছাড়িয়া এই কুটীরের দ্বার।

তবু উড়ে যাবি নেরে, বসিবি হাতের পরে ?
আয় তবে, আয় পাখি, সাথে সাথে আয়,
পিতার হাতের পরে আমার নামটি ধ'রে—
আবার,—আবার তুই ডাকিস্ সেথায় !
আইস পথিক তবে কাল ব'হে যায়।"
সমীরণ ধীরে ধীরে, চুম্বিয়া তটিনী নীরে—
দুলাইতে ছিল আহা, লতায় পাতায়—
সহসা থামিল কেন প্রভাতের বায় ?
সহসারে জলধর, নব অরুণের কর
কেনরে ঢাকিল শৈল অন্ধকার ক'রে ?
পাপীয়া শাখার পরে, ললিত সুধীর স্বরে
তেমনি করনা গান, থামিলি কেনরে ?
ভুলিয়া শোকের জ্বালা, ওইরে চলিছে বালা।
কুটীর ডাকিছে যেন 'যেওনা—যেওনা !—'
তটিনী তরঙ্গ কুল, ভিজায়ে গাছের মূল
ধীরে ধীরে বলে যেন 'যেওনা ! যেওনা'—
বনদেবী নেত্র খুলি—পাতার আঙ্গুল তুলি
যেন বলিছেন আহা—'যেওনা !—যেওনা !'—
নেত্র তুলি স্বর্গ পানে, দেখে পিতা মেঘ যানে
হাত নাড়ি বলিছেন 'যেওনা !—যেওনা—'

বালিকা পাইয়া ভয়—মুদিল নয়ন দ্বয়
এক পা এগোতে আর হয়না বাসনা—
আবার আবার শুন !—কানের কাছেতে পুনঃ
কে কহে অস্ফুট স্বরে ‘যেওনা !—যেওনা—’

তৃতীয় স্বর্গ ।

যমুনার জল করে থল্ থল্
কলকলে গাহি প্রেমের গান ।
নিশার আঁচোলে পড়ে ঢোলে ঢোলে
সুধাকর খুলি হৃদয় প্রাণ !
বহিছে মলয় ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে
নুয়ে নুয়ে পড়ে কুসুমরাশি
ধীরি ধীরি ধীরি ফুলে ফুলে ফিরি
মধুকরী প্রেম আলাপে আসি !
আয় আয় সখি ! আয় দুজনায়
ফুল তুলে তুলে গাঁথিলো মালা
ফুলে ফুলে আলা বকুলের তলা
হেথায় আয়লো বিপিনবালা !

নতুন ফুটেছে মালতীর কলি
ঢলি ঢলি পড়ে এ ওর পানে!
মধুবাসে ভুলি প্রেমালাপ তুলি
অলি কত কি যে কহিছে কাণে।
আয় বলি তোরে, আঁচলটি ভোরে
কুড়া না হোথায় বকুল গুলি
মাধবীর ভরে লতা নুয়ে পড়ে
আমি ধীরি ধীরি আনিলো তুলি!
গোলাপ কত যে ফুটেছে কমলা
দেখে যা দেখে যা বনের মেয়ে!
দেখ্ সে হেথায় কামিনী পাতায়
গাছের তলাটি পড়েছে ছেয়ে।
আয় আয় হেথা ওই দেখ ভাই
ভ্রমরা একটি ফুলের কোলে,
কমলা ফুঁদিয়ে দেনালো উড়িয়ে
ফুলটা আমিলো নেব যে তুলে।
পারিনালো আর, আয় হেথা বসি
ফুল গুলি নিয়ে দুজনে গাঁথি!
হেথায় পবন, খেলিছে কেমন
তটিনীর সাথে আমোদে মাতি!

আয় ভাই হেথা, কোলে রাখি মাথা
শুই এক টুকু ঘাসের পরে
বাতাস মধুর বহে ঝুরু ঝুর
আঁখি মুদে আসে ঘুমের তরে।
বল্ বনবালা, এত কিলো জ্বালা।
রাত দিন তুই কাঁদিবি বসে
আজো ঘুম ঘোর ভাঙ্গিল না তোর
আজো মজিলিনা সুখের রসে।
তবে যালো ভাই! আমি একেলাই
রাশ্ রাশ্ করি গাঁথিয়া মালা
তুই নদী তীরে কাঁদ্‌গেলো ধীরে
যমুনারে কহি মরম-জ্বালা!
আজো তুই বোন! ভুলিবিনে বন?
পরণ কুটীর যাবিনে ভুলে?
তোর ভাই মন, কেজানে কেমন।
আজো বলিলিনে সকল খুলে?"
"কিবলিব বোন! তবে সব শোন!"
কহিল কমলা মধুর স্বরে
"লভেছি জনম, করিতে রোদন
রোদন করিব জীবন ভোরে!

ভুলিব সে বন ?—ভুলিব সে গিরি ?
  সুখের আলয় পাতার কুঁড়ে ?
স্থগে যাব ভুলে—কোলে লয়ে তুলে
  কচি কচি পাতা দিতাম ছিঁড়ে।
হরিণের ছানা একত্রে দুজনা
  খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াত সুখে।
শিঙ্গ ধরি ধরি খেলা করি করি
  আঁচল জড়িয়ে দিতাম মুখে।
ভুলিব তাদের থাকিতে পরাণ ?
  হৃদয়ে সে সব থাকিতে লেখা ?
পারিব ভুলিতে যত দিন চিতে
  ভাবনার আহা থাকিবে রেখা ?
আজ কত বড় হয়েছে তাহারা
  হয়ত আমার না দেখা পেয়ে
কুটীরের মাঝে খুজে খুজে খুজে
  বেড়াতেছে আহা ব্যাকুল হয়ে !
শুয়ে থাকিতাম দুপর বেলায়
  তাহাদের কোলে রাখিয়ে মাথা
কাছে বসি নিজে গলপ কত যে
  কহিতেন আহা তখন মাতা

গিরিশিরে উঠি, করি ছুটাছুটি
　হরিণের ছানা গুলির সাথে
তটিনীর পাশে দেখিতাম বসে
　মুখ ছায়া যবে পড়িত তাতে।
সরসী ভিতরে ফুটিলে কমল
　তীরে বসি ঢেউ দিতাম জলে
দেখি মুখ তুলে—কমলিনী দুলে
　এপাশে ওপাশে পড়িতে ঢলে।
গাছের উপরে—ধীরে ধীরে ধীরে
　জড়িয়ে জড়িয়ে দিতেম লতা
বসি একাকিনী আপনা আপনি
　কহিতাম ধীরে কত কি কথা।
ফুটিলে গো ফুল হরষে আকুল
　হতেম, পিতারে কতেম গিয়ে।
ধরি হাত খানি আনিতাম টানি
　দেখাতেম তাঁরে ফুলটি নিয়ে।
তুষার কুড়িয়ে—আঁচল ভরিয়ে
　ফেলিতাম ঢালি গাছের তলে
পড়িলে কিরণ, কত যে বরণ
　বরিত, আমোদে যেতাম গলে।

দেখিতাম রবি বিকালে যখন
　শিখরের শিরে পড়িত ঢোলে
করি ছুটাছুটি শিখরেতে উঠি
　দেখিতাম দূরে গিয়াছে চোলে!
আবার ছুটিয়ে যেতাম সেখানে
　দেখিতাম আরো গিয়াছে সোরে!
শ্রান্ত হয়ে শেষে, কুটীরেতে এসে
　বসিতাম মুখ মলিন কোরে।
শশধর-ছায়া পড়িলে সলিলে
　ফেলিতাম জলে পাথর-কুচি
সরসীর জল, উঠিত উথুলে
　শশধর-ছায়া উঠিত নাচি,
ছিল সরসীতে—এক হাঁটু জল
　ছুটিয়া ছুটিয়া যেতেম মাঝে
চাঁদের ছায়ারে, গিয়া ধরিবারে
　আসিতাম পুনঃ ফিরিয়া লাজে।
তট দেশে পুনঃ ফিরি আসি পর
　অভিমান ভরে ঈষৎ রাগি
চাঁদের ছায়ায় ছুঁড়িয়া পাথর
　মারিতাম, জল উঠিত জাগি।

যবে জলধর শিখরের পর
উড়িয়া উড়িয়া বেড়াত দলে
শিখরেতে উঠি বেড়াতাম ছুটি
কাপড় চোপড় ভিজিত জলে।
কিছুই—কিছুই—জানিতাম না রে
কিছুই হায়রে বুঝিতাম না
জানিতাম হারে—জগৎ মাঝারে
আমরাই বুঝি আছি কজনা।
পিতার পৃথিবী, পিতার সংসার
একটি কুটীর পৃথিবী তলে—
জানিনা কিছুই ইহা ছাড়া আর
পিতার নিয়মে পৃথিবী চলে।
আমাদেরি তরে উঠেরে তপন
আমাদেরি তরে চাঁদিমা উঠে
আমাদেরি তরে বহেগো পবন
আমাদেরি তরে কুসুম ফুটে।
চাইনা জেয়ান, চাইনা জানিতে
সংসার, মানুষ কাহারে বলে।
বনের কুসুম—ফুটিতাম বনে
শুকায়ে যেতেম বনের কোলে।

জানিব আমারি পৃথিবী ধরা—
খেলিব হরিণ শাবক সনে—
পুলকে হরষে হৃদয় ভরা,
বিষাদ ভাবনা নাহিক মনে।
তটিনী হইতে তুলিব জল,
ঢালি ঢালি দিব গাছের তলে
পাখীরে বলিব "কমলা বল"
শরীরের ছায়া দেখিব জলে!
জেনেছি মানুষ কাহারে বলে!
জেনেছি হৃদয় কাহারে বলে!
জেনেছিরে হায় ভাল বাসিলে
কেমন আগুনে হৃদয় জ্বলে!
এখন আবার বেঁধেছি চুলে
বাহুতে পরেছি সোণার বালা।
উরসেতে হার দিয়েছি তুলে,
কবরীর মাঝে মণির মালা!
বাকলের বাস ফেলিয়াছি দূরে—
শত শ্বাস ফেলি তাহার তরে,
মুছেছি কুসুম রেণুর সিঁদূরে
আজো কাঁদে হৃদি বিষাদ ভরে!

ফুলের বলয় নাইক হাতে
কুসুমের হার ফুলের সিঁথি—
কুসুমের মালা জড়ায়ে মাথে
স্মরণে কেবল রাখিনু গাঁথি !
এলো এলো চুলে ফিরিব বনে
রুখো রুখো চুল উড়িবে বায়ে !
ফুল তুলি তুলি গহনে বনে
মালা গাঁথি গাঁথি পরিব গায়ে !
হায়রে সে দিন ভুলাই ভালো !
সাধের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেছে !
এখন মানুষে বেসেছি ভালো—
হৃদয় খুলিব মানুষ কাছে !
হাসিব কাঁদিব মানুষের তরে
মানুষের তরে বাঁধিব চুলে—
মাখিব কাজল আঁখিপাত ভরে
কবরীতে মণি দিবরে তুলে !
মুছিনু নীরজা ! নয়নের ধার,
নিভালাম সখি হৃদয় জ্বালা !
তবে সখি আয় আয় কুঞ্জনায়
ফুল তুলে তুলে গাঁথিলো মালা !

এই যে মালতী তুলিয়াছি সতি!
এই যে বকুল ফুলের রাশি;
জুঁই আর বেলে—ভরেছ আঁচলে
মধুপ ঝাঁকিয়া পড়িছে আসি!
এই হলো মালা আর নালো বালা
শুইলো নিরজা! ঘাসের পরে।
শুন্‌ছিস্ বোন! শোন্ শোন্ শোন্!
কে গায় কোথায় সুধার স্বরে!
জাগিয়া উঠিল হৃদয় প্রাণ!
স্মরণের জ্যোতি উঠিল জ্বলে!
ঘা দিয়েছে আহা মধুর গান
হৃদয়ের অতি গভীর তলে!
সেই যে কানন পড়িতেছে মনে
সেই যে কুটীর নদীর ধারে!
থাক্ থাক্ থাক্ হৃদয়বেদন
নিভাইয়া ফেলি নয়ন ধারে!
সাগরের মাঝে তরণী হতে
দূর হতে যথা নাবিক যত—
পায় দেখিবারে সাগরের ধারে
মেঘ্‌লা মেঘ্‌লা ছায়ার মত!

তেমনি তেমনি উঠিয়াছে জাগি
　অস্ফুট অস্ফুট হৃদয় পরে
কি দেশ কি জানি কুটীর দুখানি
　মাঠের মাঝেতে মহিষ চরে।
বুঝিসে আমার জনম ভূমি
　সেখান হইতে গেছিনু চলে।
আজিকে তা মনে জাগিল কেমনে
　এত দিন সব ছিলুম ভুলে।
হেথায় নীরজা! গাছের আড়ালে
　লুকিয়ে লুকিয়ে শুনির গান
যমুনাতীরেতে জ্যোছনার রেতে
　গাইছে যুবক খুলিয়া প্রাণ।
কেও কেও ভাই? নীরদ বুঝি?
　বিজয়ের* আহা প্রাণের সখা!
গাইছে আপন ভাবেতে মজি
　যমুনা পুলিনে বসিয়ে একা।
যেমন দেখিতে গুণ ও তেমন
　দেখিতে শুনিতে সকলি ভালো

* কমলাকে যিনি সংসারে আনেন।

রূপে গুণে মাখা দেখিনি এমন
নদীর ধারটি করেছে আলো!
আপনার ভাবে আপনি কবি
রাত দিন আহা রয়েছে ভোর!
সরল প্রকৃতি মোহন-ছবি
অবারিত সদা মনের দোর!
মাথার উপরে জড়ান মালা—
নদীর উপরে রাখিয়া আঁখি!
জাগিয়া উঠেছে নিশীথ বালা
জাগিয়া উঠেছে পাপীয়া পাখী!
আয়নালো ভাই গাছের আড়ালে
আয় আর একটু কাছেতে সরে
এই খানে আয় শুনি দুজনায়
কি গায় নীরদ সুধার স্বরে!

গান।

মোহিনী কল্পনে! আবার আবার—
মোহিনী বীণাটী বাজাও না লো!
স্বর্গ হতে আনি অমৃতের ধার
হৃদয়ে, শ্রবণে, জীবনে ঢালো!

ভুলিব সকল—ভুলেছি সকল
কমল চরণে ঢেলেছি প্রাণ!
ভুলেছি—ভুলিব—শোক অশ্রু জল
ভুলিছি বিষয়, গরব, মান!

শ্রবণ, জীবন, হৃদয় ভরি
বাজাও সে বীণা বাজাও বালা!
নয়নে রাখিব নয়ন-বারি
মরমে নিবারি মরম-জ্বালা!

অবোধ হৃদয় মানিবে শাসন
শোক বারি ধারা মানিবে বারণ
কি যে ও বীণার মধুর মোহন
হৃদয় পরাণ সবাই জানে—
যখনি শুনি ও বীণার স্বরে
মধুর সুধায় হৃদয় ভরে
কি জানি কিসের ঘুমের ঘোরে
আকুল করে যে ব্যাকুল প্রাণে!

কি জানিলো বালা! কিসের তরে
হৃদয় আজিকে কাঁদিয়া উঠে!

কি জানি কি ভাব ভিতরে ভিতরে
জাগিয়া উঠেছে হৃদয় ফুটে!

অস্ফুট মধুর স্বপনে যেমন
জাগি উঠে হৃদে কি জানি কেমন
কি ভাব কে জানে কিসের লাগি!
বাঁশরীর ধ্বনি নিশীথে যেমন
সুধীরে গভীরে মোহিয়া শ্রবণ
জাগায় হৃদয়ে কি জানি কেমন
কিভাব কেজানে কিসের লাগি।
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত এ মনে
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত স্মরণে
ঘুমন্ত পরাণ উঠেছে জাগি!

ভেবেছিনু হায় ভুলিব সকল
সুখ দুখ শোক হাসি অশ্রু জল
আশা, প্রেম যত ভুলিব—ভুলিব—
আপনা ভুলিয়া রহিব সুখে!
ভেবেছিনু হায় কল্পনা কুমারী
বীণা-স্বর-সুধা পিইয়া তোমারি

হৃদয়ের ক্ষুধা রাখিব নিবারি
পাশরি সকল বিষাদ দুখে।

প্রকৃতি শোভায় ভরিব নয়নে
নদী কল স্বরে ভরিব শ্রবণে
বীণার সুধায় হৃদয় ভরি!
ভুলিব প্রেম যে আছে এ ধরায়
ভুলিব পরের বিষাদ ব্যথায়—
ফেলে কিনা ধরা নয়ন বারি!

কই তা পারিনু শোভনা কল্পনে!
বিস্মৃতির জলে ডুবাইতে মনে
আঁকা যে মূরতি হৃদয়ের তলে
মুছিতে লো তাহা যতন করি!
দেখলো এখন অবারি হৃদয়
মরম আঁধার হুতাশন ময়
শিরায় শিরায় বহিছে অনল
জ্বলন্ত জ্বালায় হৃদয় ভরি!

প্রেমের মূরতি হৃদয় গুহায়
এখনো স্থাপিত রয়েছে রে হায়!
বিষাদ অনলে আহুতি দিয়া

বল তুমি তবে বল কলপনে
যে মুরতি আঁকা হৃদয়ের সনে
কেমনে ভুলিব থাকিতে হিয়া।

কেমনে ভুলিব থাকিতে পরাণ
কেমনে ভুলিব থাকিতে জ্ঞেয়ান
পাষাণ নাহলে হৃদয় দেহ!
তাই বলি বালা! আবার—আবার
স্বর্গ হতে আনি অমৃতের ধার—
ঢালগো হৃদয়ে সুধার স্নেহ।

শুকায়ে যাউক সজল নয়ান
হৃদয়ের জ্বালা নিবুক হৃদে
রেখোনা হৃদয়ে একটুকু খান
বিষাদ বেদনা যে খানে বিঁধে।

কেনলো—কেনলো—ভুলিব কেনলো—
এত দিন যারে বেশেছিনু ভাল
হৃদয় পরাণ দেছিনু যারে—
স্থাপিয়া যাহারে হৃদয়াসনে
পূজা করেছিনু দেবতা সনে
কোন্ প্রাণে আজি ভুলিব তারে!—

দ্বিগুণ জ্বলুক হৃদয় আগুণ।
  দ্বিগুন বহুক বিষাদ ধারা।
স্মরণের আভা ফুটুক দ্বিগুণ
  হোক হৃদি প্রাণ পাগল পারা।

প্রেমের প্রতিমা আছে যা হৃদয়ে
  মরম-শোণিতে আছে যা গাঁথা—
শত শত শত অশ্রু বারি চয়ে—
  দিব উপহার দিবরে তথা।

এত দিন যার তরে অবিরল
  কেঁদেছিনু হায় বিষাদ ভরে,
আজিও—আজিও—নয়নের জল
  বরষিবে আঁখি তাহারি তরে।

এত দিন ভাল বেসেছিনু যারে
  হৃদয় পরাণ দেছিনু খুলে—
আজিওরে ভাল বাসিব তাহারে
  পরাণ থাকিতে যাবনা ভুলে

হৃদয়ের এই ভগন কুটীরে
প্রেমের প্রদীপ করেছে আলা—
যেন রে নিবিয়া না যায় কখনো
সহস্র কেনরে পাই না জ্বালা।

কেবল দেখিব সেই মুখখানি
দেখিব সেই সে গরব হাসি।
উপেক্ষার সেই কটাক্ষ দেখিব
অধরের কোণে ঘৃণার রাশি।

তবু কল্পনা কিছু ভুলিব না!
সকলি হৃদয়ে থাকুক গাঁথা—
হৃদয়ে, মরমে, বিষাদ-বেদনা
যত পারে তারে দিক না ব্যথা।

ভুলিব না আমি সেই সন্ধ্যা বায়
ভুলিব না ধীরে নদী ব'হে যায়
ভুলিব না হায় সে মুখ শশি।
হব না—হব না—হব না বিস্মৃত,
যত দিন দেহে রহিবে শোণিত—
জীবন তারকা না যাবে খসি—

প্রেম গান কর তুমি কল্পনা।
প্রেম গীতে মাতি বাজুক বীণা।
শুনিব, কাঁদিব হৃদয়-ঢালি।
নিরাশ প্রণয়ী কাঁদিবে নীরবে।—
বাজাও বাজাও বীণা সুধারবে
নব অনুরাগ হৃদয়ে জ্বালি।

প্রকৃতি শোভায় ভরিব নয়নে
নদী কলস্বরে ভরিব শ্রবণে
প্রেমের প্রতিমা হৃদয়ে রাখি
গাওগো তটিনী প্রেমের গান
ধরিয়া অফুট মধুর তান
প্রেম গান কর বনের পাখী।"

কহিল কমলা "শুনেছিস্ ভাই
বিষাদে দুঃখে যে ফাটিছে প্রাণ!
কিসের লাগিয়া-মরমে মরিয়া
করিছে অমন খেদের গান?

কারে ভাল বাসে? কাঁদে কার তরে?
কার তরে গায় খেদের গান?

কার ভাল বাসা পায় নাই ফিরে
সঁপিয়া তাহারে হৃদয় প্রাণ ?

ভালবাসা আহা পায় নাই ফিরে !
অমন দেখিতে অমন আহা !
নবীন যুবক ভাল বসে কিরে ?
কারে ভাল বাসে জানিস্ তাহা ?

বসেছিনু কাল ওই গাছ তলে
কাঁদিতে ছিলেম কত কি ভাবি—
যুবক তখনি, সুধীরে আপনি
প্রাসাদ হইতে আইল নাবি !

কহিল ‘ শোভনে ! ডাকিছে বিজয়
আমার সহিত আইস তথা।’
কেমন আলাপ ! কেমন বিনয় !
কেমন সুধীর মধুর কথা !

চাইতে নারিনু মুখ পানে তাঁর
মাটির পানেতে রাখিয়ে মাথা
শরমে পাশরি বলি বলি করি
তবুও বাহির হ’লনা কথা !

কাল হতে ভাই। ভাবিতেছি তাই
হৃদয় হ'য়েছে কেমনধারা।
থাকি, থাকি, থাকি, উঠিলো চমকি,
মনে হয় কার পাইনু সাড়া।

কাল হ'তে তাই মনের মতন,
বাঁধিয়াছি চুল করিয়া যতন,
কবরীতে তুলে দিয়াছি রতন,
চুলে সঁপিয়াছি ফুলেরমালা,
কাজল মেখেছি নয়নের পাতে,
সোণার বলয় পরিয়াছি হাতে,
রজত কুসুম সঁপিয়াছি মাথে,
কি কহিব সখি! এমন জ্বালা!

—

চতুর্থ সর্গ।

নিভৃত যমুনা তীরে, বসিয়া রয়েছে কিরে
কমলা নীরদ দুই জনে?
যেন দোঁহে জ্ঞান হত—নীরব চিত্রের মত
দোঁহে দোঁহা হেরে এক মনে।

দেখিতে দেখিতে কেন-অবশ পাষাণ হেন
চখের পলক নাহি পড়ে।
শোণিত না চলে বুকে, কথাটি না ফুটে মুখে
চুলটিও না নড়ে না চড়ে!

মুখ ফিরাইল বালা, দেখিল জ্যোছনা মালা
খসিয়া পড়িছে নীল যমুনার নীরে—
অস্ফুট কল্লোল স্বর, উঠিছে আকাশ পর
অর্পিয়া গভীর ভাব রজনী গভীরে!

দেখিছে লুটায় ঢেউ, আবার লুটায়
দিগন্তে খেলায়ে পুনঃ দিগন্তে মিলায়।
দেখে শূন্য নেত্রতুলি—খণ্ডখণ্ড মেঘগুলি
জ্যোছনা মাখিয়া গায়ে উড়ে উড়ে যায়।

এক খণ্ড উড়ে যায় আর খণ্ড আসে
ঢাকিয়া চাঁদের ভাতি-মলিন করিয়া রাতী
মলিন করিয়া দিয়া সুনীল আকাশে।

পাখী এক গেল উড়ে নীল নভোতলে,
ফেন খণ্ড গেল ভেসে নীল নদী জলে,

দিবা ভাবি, অতিদূরে আকাশ স্থধায় পূরে
ডাকিয়া উঠিল এক প্রমুগ্ধ পাপীয়া।
পিউ, পিউ, শূন্যে ছুটে উচ্চ হতে উচ্চে উঠে
আকাশ সে সূক্ষ্ম স্বরে উঠিল কাঁপিয়া।

বসিয়া গণিল বালা কত ঢেউ করে খেলা
কত ঢেউ দিগন্তের আকাশে মিলায়
কত ফেন করি খেলা লুটায়ে চুম্বিছে বালা
আবার তরঙ্গে চড়ি স্থদূরে পলায়।

দেখি দেখি থাকি থাকি আবার ফিরায়ে আঁখি
নীরদের মুখ পানে চাহিল সহসা—
আধেক মুদিত নেত্র—অবশ পলক পত্র
অপূর্ব্ব মধুর ভাবে বালিকা বিবশা।

নীরদ ক্ষণেক পরে উঠে চমকিয়া
অপূর্ব্ব স্বপন হতে জাগিল যেন রে।
দূরেতে সরিয়া গিয়া—থাকিয়া থাকিয়া
বালিকারে সম্বোধিয়া কহে মৃদুস্বরে।

"সেকি কথা শুধাইছ বিপিন-রমনী !
ভাল বাসি কিনা আমি তোমারে কমলে ?
পৃথিবী হাসিয়া যে লো উঠিবে এখনি !
কলঙ্ক রমনী নামে রটিবে তা হ'লে ?

ওকথা শুধাতে আছে ? ওকথা ভাবিতে আছে ?
ওসব কি স্থান দিতে আছে মনে মনে ?
বিজয় তোমার স্বামী বিজয়ের পত্নী তুমি
সরলে ! ওকথা তবে শুধাও কেমনে ?

তবুও শুধাও যদি দিব না উত্তর !—
হৃদয়ে যা লিখা আছে দেখাবোনা কারোকাছে
হৃদয়ে লুকান রবে আমরণ কাল !
রুদ্ধ অগ্নি রাশিসম দহিবে হৃদয় মম
ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া যাবে হৃদি-গ্রন্থিজাল।

যদি ইচ্ছা হয় তবে, লীলাসমাপিয়া ভবে
শোণিত ধারায় তাহা করিব নির্ব্বাণ।
নহে অগ্নি-শৈলসম,—জ্বলিবে হৃদয় মম
যত দিন দেহ মাঝে রহিবেক প্রাণ!

যে তোমারে বন হতে এনেছে উদ্ধারি,
যাহারে করেছ তুমি পাণি সমর্পণ,
প্রণয় প্রার্থনা তুমি করিও তাহারি—
তারে দিও যাহা তুমি বলিবে আপন।

চাইনা বাসিতে ভাল, ভাল বাসিব না।
দেবতার কাছে এই করিব প্রার্থনা—
বিবাহ করেছ যারে, সুখে থাক লয়ে তারে
বিধাতা মিটান তব সুখের কামনা।"

"বিবাহ কাহারে বলে জানিনা তা আমি"
কহিল কমলা তবে বিপিন-কামিনী!
"কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী-
কারে বলে ভাল বাসা আজিও শিখিনী।

এই টুকু জানি শুধু এই টুকু জানি,
দেখিবারে আঁখি মোর ভাল বাসে যারে
শুনিতে বাসি গো ভাল যার সুধা বাণী—
শুনিব তাহার কথা দেখিব তাহারে।

ইহাতে পৃথিবী যদি কলঙ্ক রটায়
ইহাতে হাসিয়া যদি উঠে সব ধরা
বল গো নীরদ আমি কি করিব তায় ?
রটায়ে কলঙ্ক তবে হাসুক না তারা।

বিবাহ কাহারে বলে জানিতে চাহি না—
তাহারে বাসিব ভাল, ভাল বাসি যারে।
তাহারই ভাল বাসা করিব কামনা
যে মোরে বাসে না ভাল ভাল বাসি যারে।"

নীরদ অবাক রহি কিছুক্ষণ পরে
বালিকারে সম্বোধিয়া কহে মৃদুস্বরে,
"সে কি কথা বল বালা যেজন তোমারে
বিজন কানন হতে করিয়া উদ্ধার
আনিল রাখিল যত্নে সুখের আগারে—
সে কেন গো ভালবাসা পাবেনা তোমার ?

হৃদয় সঁপেছে যেলো তোমারে নবীনা
সে কেন গো ভালবাসা পাবেনা তোমার ?
কমলা কহিল ধীরে "আমি তা জানিনা।"
নীরদ সমুচ্চ স্বরে কহিল আবার—

"তবে যা লো দুশ্চারিণি! যেথা ইচ্ছা তোর
কর তাই যাহা তোর কহিবে হৃদয়—
কিন্তু যত দিন দেহে প্রাণ রবে মোর—
তোর এ প্রণয়ে আমি দিব না প্রশ্রয়।

আর তুই পাইবিনা দেখিতে আমারে—
জ্বলিব যদিন আমি জীবন অনলে—
স্বরগে বাসিব ভাল, যা খুসী যাহারে—
প্রণয়ে সেথায় যদি পাপ নাহি বলে।

কেন বল্ পাগলিনী! ভালবাসি মোরে
অনলে জ্বালিতে চাস এ জীবন ভোরে
বিধাতা যে কি আমার লিখেছে কপালে!
যে গাছে রোপিতে যাই শুকায় সমূলে।"

ভৎসনা করিবে ছিল নীরদের মনে—
আদরেতে স্বর কিন্তু হয়ে এল নত!
কমলা নয়নজল ভরিয়া নয়নে,
মুখ পানে চাহি রয় পাগলের মত।

নীরদ উদ্গামী অশ্রু করি নিবারিত
  সবেগে সেখান হতে করিল প্রয়াণ।
উচ্ছ্বাসে কমলা বালা উন্মত্ত চিত
  অঞ্চল করিয়া সিক্ত মুছিল নয়ান।

পঞ্চম সর্গ।

বিজয় নিভৃতে—কি কহে নিশীথে?
কি কথা শুধায়—নীরজা বালায়—
  দেখেছ, দেখেছ হোথা?
ফুল পাত্রহতে, ফুল তুলি হাতে
নীরজা গুনিছে কুসুম গুনিছে
  মুখে নাই কিছু কথা।
বিজয় শুধায়—কমলা তাহারে
গোপনে, গোপনে ভালবাসে কিরে?
তার কথা কিছু বলে কি সখীরে?
  যতন করে কি তাহার তরে।
আবার কহিল, "বলো কমলায়—
বিজন কানন হইতে যে তায়—
করিয়া উদ্ধার সুখের ছায়ায়—
  আনিল, হেলা কি করিবে তারে?

যদি সে ভাল না বাসে আমায়
আমি কিন্তু ভাল বাসিব তাহায়—
যতদিন দেহে শোণিত চলে।"
বিজয় যাইল আবাস ভবনে
নিদ্রায় সাধিতে কুসুম শয়নে।
বালিকা পড়িল ভূমির তলে।
বিবর্ণ হইল কপোল বালার—
অবশ হইয়ে এল দেহ ভার—
শোণিতের গতি থামিল যেন!
ও কথা শুনিয়া নীরজা সহসা
কেন ভূমি তলে পড়িল বিবশা?
দেহ থর থর কাঁপিছে কেন?
ক্ষণেকের পরে লভিয়া চেতন,
বিজয়-প্রাসাদে করিল গমন
দ্বারে ভর দিয়া চিন্তায় মগন
দাঁড়ায়ে রহিল কেন কে জানে?
বিজয় নীরবে ঘুমায় শয্যায়,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিতেছে বায়,
নক্ষত্র নিচয় খোলা জানালায়
উঁকি মারিতেছে মুখের পানে!

খুলিয়া, মেলিয়া অসংখ্য নয়ন
উঁকি মারিতেছে যেনরে গগন,
জাগিয়া ভাবিয়া দেখিলে তখন
অবশ্য বিজয় উঠিত কাঁপি।
ভয়ে, ভয়ে ধীরে মুদিত নয়ন
পৃথিবীর শিশু ক্ষুদ্র প্রাণমন—
অনিমেষ আঁখি এড়াতে তখন,
অবশ্য দুয়ার ধরিত চাপি!
ধীরে, ধীরে, ধীরে খুলিল দুয়ার,
পদাঙ্গুলি পরে সঁপি দেহভার—
কেও বামা ডরে প্রবেশিছে ঘরে—
ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলিয়া ভয়ে
এক দৃষ্টে চাহি বিজয়ের মুখে
রহিল দাঁড়ায়ে শয্যার সমুখে,
নেত্রে বহে ধারা মরমের দুখে,
ছবিটির মত অবাক হয়ে
ভিন্ন ওষ্ঠ হতে বহিছে নিশ্বাস—
দেখিছে নীরজা ফেলিতেছে শ্বাস
সুখের স্বপন দেখিয়ে তখন
ঘুমায় যুবক প্রফুল্ল মুখে!/

ঘুমাও বিজয়! ঘুমাও গভীরে
দেখোনা দুখিনী, নয়নের নীরে
করিছে রোদন, তোমারি কারণ
ঘুমাও বিজয় ঘুমাও সুখে।
দেখোনা তোমারি তরে একজন
সারা নিশি দুখে করি জাগরণ—
বিছানার পাশে করিছে রোদন—
তুমি ঘুমাইছ—ঘুমাও ধীরে
দেখোনা বিজয়! জাগি সারা নিশি—
প্রাতে অন্ধকার যাইলে গো মিশি—
আবাসেতে ধীরে—যাইব গো ফিরে—
তিতিয়া বিষাদে নয়ন নীরে—
ঘুমাও বিজয়! ঘুমাও ধীরে!

ষষ্ঠ সর্গ।

কমলা ভুলিবে সেই শিখর, কানন,
কমলা ভুলিবে সেই বিজন কুটীর,
আজ হতে নেত্র! বারি করোনা বর্ষণ,
আজ হ'তে মন প্রাণ হওগো সুস্থির।

অতীত ও ভবিষ্যত হইব বিস্মৃত।
জুড়িয়াছে কমলার ভগন হৃদয়!
সুখের তরঙ্গ হৃদে হয়েছ উত্থিত,
সংসার আজিকে হোতে দেখি সুখময়।

বিজয়েরে আর করিবনা তিরস্কার,
সংসার-কাননে মোরে আনিয়াছে বলি।
খুলিয়া দিয়াছে সে যে হৃদয়ের দ্বার,
ফুটায়েছে হৃদয়ের অস্ফুটিত কলি।

জমি জমি জলরাশি পর্ব্বত গুহায়,
এক দিন উথলিয়া উঠে রে উচ্ছ্বাসে!
এক দিন পূর্ণ বেগে প্রবাহিয়া যায়
গাহিয়া সুখের গান যায় সিন্ধু পাশে।

আজি হতে কমলার নূতন উচ্ছ্বাস,
বহিতেছে কমলার নূতন জীবন।
কমলা ফেলিবে আহা নূতন নিশ্বাস,
কমলা নূতন বায়ু করিবে সেবন।

কাঁদিতে ছিলাম কাল বকুল তলায়,
নিশার আঁধারে অশ্রু করিয়া গোপন।

ভাবিতে ছিলাম বসি পিতায় মাতায়—
জানিনা নীরদ আহা এয়েছে কখন।

সেও কি কাঁদিতে ছিল পিছনে আমার?
সেও কি কাঁদিতে ছিল আমারি কারণ?
পিছনে ফিরিয়া দেখি মুখ পানে তার,
মন যে কেমন হল জানে তাহা মন।

নীরদ কহিল হৃদি ভরিয়া সুধায়—
"শোভনে! কিসের তরে করিছ রোদন?"
আহাহা! নীরদ যদি আবার শুধায়,
"কমলে! কিসের তরে করিছ রোদন?"

বিজয়েরে বলিয়াছি প্রাতঃকালে কাল,
একটী হৃদয়ে নাই দুজনের স্থান।
নীরদেই ভাল বাসা দিব চিরকাল,
প্রণয়ের করিবনা কভু অপমান।

ওই যে নীরজা আসে পরাণ-স্বজনী,
এক মাত্র বন্ধু মোর পৃথিবী মাঝার।
হেন বন্ধু আছে কিরে, নির্দ্দয় ধরণী।
হেন বন্ধু কমলা কি পাইবেক আর?

ওকি সখি কোথা যাও ? তুলিবেনা ফুল ?
নীরজা, আজিকে সই গাঁথিবেনা মালা ?
ওকি সখি আজ কেন বাঁধ নাই চুল ?
শুকনো শুকনো মুখ কেন আজি বালা,

মুখ ফিরাইয়া কেন মুছ আঁখি জল
কোথা যাও, কোথা সই যেওনা যেওনা।
কি হয়েছে ? বল্‌বিনে—বল্ সখি বল্ !
কি হয়েছে কে দিয়েছে কিসের যাতনা ?

কি হয়েছে কে দিয়েছে, বল গো সকল,
কি হয়েছে, কে দিয়েছে, কিসের যাতনা
ফেলিব যে চিরকাল নয়নের জল,
নিভায়ে ফেলিতে বালা মরম বেদনা।

কে দিয়েছে মনমাঝে জ্বালায়ে অনল ?
বলি তবে তুই সখি তুই ! আর নয়—
কে আমার হৃদয়েতে ঢেলেছে গরল ?
কমলারে ভালবাসে আমার বিজয় !

কেন হলুম না বালা আমি তোর মত,
বন হতে আসিতাম বিজয়ের সাথে

তোর মত কমলালো মুখ আঁখি যত
তাহলে বিজয়-মন পাইতাম হাতে।

পরাণ হইতে অগ্নি নিবিবেনা আর
বনে ছিলি বনবালা সে ত বেশ ছিলি
জ্বালালি!—জ্বলিলি বোন! খুলি মর্ম্মদ্বার—
কাঁদিতে করিগে যত্ন যেথা নিরিবিলি।

কমলা চাহিয়া রয় নাহি বহে শ্বাস।
হৃদয়ের গূঢ় দেশে অশ্রু রাশি মিলি
ফাটিয়া বাহির হতে করিল প্রয়াস
কমলা কহিল ধীরে "জ্বালালি জ্বলিলি!"

আবার কহিল ধীরে, আবার হেরিল নীরে
যমুনা তরঙ্গে খেলে পূর্ণ শশধর
তরঙ্গের ধারে ধারে, রঞ্জিয়া রজত ধারে
সুনীল সলিলে ভাসে রজতময় কর!

হেরিল আকাশ পানে, সুনীল জলদযানে
ঘুমায়ে চন্দ্রিমা ঢালে হাসি এ নিশীথে।
কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে পাগল বনের মেয়ে
আকুল কত কি মনে লাগিল ভাবিতে!

ওই খানে আছে পিতা, ওই খানে আছে মাতা
ওই জ্যোৎস্নাময় চাঁদে করি বিচরণ।
দেখিছেন হোথা হোতে দাঁড়ায়ে সংসার পথে
কমলা নয়ন-বারি করিছে মোচন।

একিরে পাপের অশ্রু? নীরদ আমার—
নীরদ আমার যথা আছে লুকায়িত,
সেই খান হোতে এই অশ্রু বারি ধার
পূর্ণ উৎস সম আজ হ'ল উৎসারিত

এ ত পাপ নয় বিধি! পাপ কেন হবে?
বিবাহ করেছি বলে নীরদে আমার
ভাল বাসিব না? হায় এহৃদয় তবে
বজ্রদিয়া দিক বিধি ক'রে চূরমার!

এ বক্ষে হৃদয় নাই, নাইক পরাণ,
এক খানি প্রতিমূর্ত্তি রেখেছি শরীরে,
রহিবে, যদিন প্রাণ হবে বহমান
রহিবে যদিন রক্ত রবে শীরে শীরে।

সেই মূর্ত্তি নীরদের। সে মূর্ত্তি মোহন
রাখিলে বুকের মধ্যে পাপ কেন হবে?

তবুও সে পাপ, আহা নীরদ যখন
 বলেছে, নিশ্চয় তারে পাপ বলি তবে!

তবু মুছিব না অশ্রু এ নয়ান হোতে,
 কেন বা জানিতে চাব পাপ কারে বলি;
দেখুক জনক মোর ওই চন্দ্র হোতে
 দেখুন জননী মোর আঁখি দুই মেলি!

 নীরজা গাইত "চল্ চন্দ্র লোকে র'বি!
সুধাময় চন্দ্রলোক, নাই সেথা দুখ শোক
 সকলি সেথায় নব ছবি!

ফুল বক্ষে কীট নাই, বিদ্যুতে অশনি নাই,
 কাঁটা নাই গোলাপের পাশে!
হাসিতে উপেক্ষা নাই, অশ্রুতে বিষাদ নাই,
 নিরাশার বিষ নাই শ্বাসে।

নিশীথে আঁধার নাই, আলোকে তীব্রতা নাই,
 কোলাহল নাইক দিবায়!
আশায় নাইক অন্ত, নূতনত্বে নাই অন্ত,
 তৃপ্তি নাই মাধুর্য্য শোভায়।

লতিকা কুসুমময়, কুসুম সুরভিময়,
সুরভি মৃদুতাময় যেথা!
জীবন স্বপনময়, স্বপন প্রমোদময়,
প্রমোদ নূতনময় সেথা!

সঙ্গীত উচ্ছ্বাসময়, উচ্ছ্বাস মাধুর্য্যময়
মাধুর্য্য মত্ততাময় অতি।
প্রেম অস্ফুটতা মাখা, অস্ফুটতা স্বপ্নমাখা,
স্বপ্নে মাখা অস্ফুটিত জ্যোতি!

গভীর নিশীথে যেন, দূর হোতে স্বপ্ন হেন
অস্ফুট বাঁশীর মৃদু রব—
সুধীরে পশিয়া কাণে, শ্রবণ হৃদয় প্রাণে
আকুল করিয়া দেয় সব।

এখানে সকলি যেন অস্ফুট মধুর হেন,
উষার সুবর্ণ জ্যোতি প্রায়।
আলোকে আঁধার মিশে, মধু জ্যোছনায় দিশে,
রাখিয়াছে ভরিয়া সুধায়!

দূর হতে অপ্সরার, মধুর গানের ধার,
নির্ঝরের ঝর ঝর ধ্বনি।

নদীর অস্ফুট তান, মলয়ের মৃদুগান
একস্তরে মিশেছে এমনি।

সকলি অস্ফুট হেথা মধুর স্বপনে গাঁথা
চেতনা মিশান যেন ঘুমে।
অশ্রু শোক দুঃখ ব্যথা, কিছুই নাহিক হেথা
জ্যোতির্ম্ময় নন্দনের ভূমে!”

আমি যাব সেই খানে, পুলক প্রমত্ত প্রাণে
সেই দিনকার মত বেড়াব খেলিয়া,—
বেড়া’ব তটিনী তীরে, খেলাব তটিনী নীরে
বেড়াইব জ্যোছনায় কুসুম তুলিয়া!

শুনিছি মৃত্যুর পিছু পৃথিবীর সব কিছু
ভুলিতে হয় নাকি গো যা আছে এখানে!
ওমা! সে কি করে হবে? মরিতে চাইনা তবে
নীরদে ভুলিতে আমি চাব কোন প্রাণে?”

কমলা এতেক পরে হেরিল সহসা,
নীরদ কানন পথে যাইছে চলিয়া
মুখপানে চাহি রয় বালিকা বিবশা।
হৃদয়ে শোণিত রাশি উঠে উথলিয়া।

নীরদের স্কন্ধে খেলে নিবিড় কুন্তল
দেহ আবরিয়া রহে গৈরিক বসন
গভীর ঔদাস্যে যেন পূর্ণ হৃদিতল
চলিছে যে দিকে যেন চলিছে চরণ।

যুবা কমলারে দেখি ফিরাইয়া লয় আঁখি
চলিল ফিরায়ে মুখ দীর্ঘশ্বাস ফেলি
যুবক চলিয়া যায় বালিকা তবুও হায়।
চাহি রয় এক দৃষ্টে আঁখিদ্বয় মেলি।

ঘুম হোতে যেন জাগি, সহসা কিসের লাগি,
ছুটিয়া পড়িল গিয়া নীরদের পায়।
যুবক চমকি প্রাণে, হেরি চারি দিক পানে
পুনঃ না করিয়া দৃষ্টি ধীরে চলি যায়।

"কোথা যাও—কোথা যাও—নীরদ! যেওনা।
একটি কহিব কথা শুন একবার
মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্ত রও—পুরাও কামনা!
কাতরে দুখিনী আজি কহে বার বার!

জিজ্ঞাসা করিবে নাকি আজি যুবাবর—
'কমলা কিসের তরে করিছ রোদন?'

তা হলে কমলা আজি দিবেক উত্তর
কমলা খুলিবে আজি হৃদয় বেদন।

দাঁড়াও—দাঁড়াও যুবা! দেখি একবার
যেথা ইচ্ছা হয় তুমি যেও তার পর।
কেন গো রোদন করি শুধাও আবার
কমলা আজিকে তার দিবেক উত্তর।

কমলা আজিকে তার দিবেক উত্তর
কমলা হৃদয় খুলি দেখাবে তোমায়
সেথায় রয়েছে লেখা দেখো তার পর
কমলা রোদন করে কিসের জ্বালায়!"

"কি কব কমলা আর কি কব তোমায়
জনমের মত আজ লইব বিদায়!
ভেঙ্গেছে পাষাণ প্রাণ, ভেঙ্গেছে সুখের গান
এ জন্মে সুখের আশা রাখিনাক আর!

এ জন্মে মুছিবনাক নয়নের ধার!
কতদিন ভেবেছিনু যোগীবেশ ধরে,
ভ্রমিব যেথায় ইচ্ছা কানন প্রান্তরে।

তবু বিজয়ের তরে, এতদিন ছিনু ঘরে
হৃদয়ের জ্বালা সব করিয়া গোপন—
হাসি টানি আনি মুখে, এতদিন দুখে দুখে
ছিলাম, হৃদয় করি অনলে অর্পণ।

কি আর কহিব তোরে কালিকে বিজয় মোরে
কহিল জন্মের মত ছাড়িতে আলয়।
জানেন জগৎস্বামী—বিজয়ের তরে আমি
প্রেম বিসর্জ্জিয়াছিনু তুষিতে প্রণয়।”

এত বলি নীরবিল ক্ষুব্ধ যুবাবর ;
কাঁপিতে লাগিল কমলার কলেবর
নিবিড় কুন্তল যেন উঠিল ফুলিয়া
যুবারে সম্ভাষে বালা, এতেক বলিয়া।—

“কমলা তোমারে আহা ভালবাসে বোলে
তোমারে করেছে দূর নিষ্ঠুর বিজয়।
প্রেমেরে ডুবা’ব আজি বিস্মৃতির জলে,
বিস্মৃতির জলে আজি ডুবাব হৃদয়।

তবুও বিজয় তুই পাবি কি এ মন ?
নিষ্ঠুর! আমারে আর পাবি কি কখন ?

পদ তলে পড়ি মোর, দেহ কর ক্ষয়—
তবু কি পারিবি চিত্ত করিবারে জয় ?

তুমিও চলিলে যদি হইয়া উদাস—
কেন গো বহিব তবে এ হৃদি হতাশ ?
আমিও গো আভরণ ভূষণ ফেলিয়া
যোগিনী তোমার সাথে যাইব চলিয়া।

যোগিনী হইয়া আমি জন্মেছি যখন
যোগিনী হইয়া প্রাণ করিব বহন।
কাজ কি এ মণি মুক্তা রজত কাঞ্চন—
পরিব বাকল-বাস ফুলের ভূষণ।

নীরদ! তোমার পদে লইনু শরণ—
লয়ে যাও যেথা তুমি করিবে গমন।
নতুবা যমুনা জলে—এখনই অবহেলে—
ত্যজিব বিষাদ-দগ্ধ নারীর জীবন!”

পড়িল ভূতলে কেন নীরদ সহসা ?
শোণিতে মৃত্তিকা তল হইল রঞ্জিত।
কমলা চমকি দেখে সভয়ে বিবশা
দারুণ ছুরিকা পৃষ্ঠে হ’য়েছে নিহিত।

কমলা সভয়ে শোকে করিল চিৎকার।
　রক্তমাথা হাতে ওই চলিছে বিজয়!
নয়নে আঁচল চাপি কমলা আবার—
　সভয়ে মুদিয়া আঁখি স্থির হ'য়ে রয়।

আবার মেলিয়া আঁখি মুদিল নয়নে
　ছুটিয়া চলিল বালা যমুনার জলে
আবার আইল ফিরি যুবার সদনে—
　যমুনা-শীতল জলে ভিজায়ে আঁচলে।

যুবকের ক্ষত স্থানে বাঁধিয়া আঁচল
　কমলা একেলা বসি রহিল তথায়
এক বিন্দু পড়িল না নয়নের জল
　এক বারো বহিল না দীর্ঘ শ্বাস বায়।

তুলি নিল যুবকের মাথা কোল পরে—
　এক দৃষ্টে মুখপানে রহিল চাহিয়া।
নিৰ্জ্জীব প্রতিমা প্রায় না নড়ে না চড়ে
　কেবল নিশ্বাস মাত্র যেতেছে বহিয়া।

চেতন পাইয়া যুবা কহে কমলায়
　"যে ছুরীতে ছিঁড়িয়াছে জীবন বন্ধন

অধিক সুতীক্ষ্ণ ছুরী তাহা অপেক্ষায়
   আগে হোতে প্রেমরজ্জু করেছে ছেদন।

বন্ধুর ছুরিকা মাখা দেয হলাহলে,
   করেছে হৃদয়ে দেহে আঘাত ভীষণ
নিবেছে দেহের জ্বালা হৃদয় অনলে
   ইহার অধিক আর না'ইক মরণ।

বকুলের তলা হোক রক্তে রক্ত ময়।
   মৃত্তিকা রঞ্জিত হোক্ লোহিত বরণে।
বসিবে যখন কাল হেথায় বিজয়—
   আচ্ছন্ন বন্ধুতা পুনঃ উদিবে না মনে?

মৃত্তিকার রক্তরাগ হোয়ে যাবে ক্ষয়—
   বিজয়ের হৃদয়ের শোণিতের দাগ
আর কি কখনো তার হবে অপচয়
   অনুতাপ অশ্রু জলে মুছিবে সে রাগ?

বন্ধুতার ক্ষীণ জ্যোতি, প্রেমের কিরণে—
   (রবিকরে হীন ভাতি নক্ষত্র যেমন)
বিলুপ্ত হয়েছে কিরে বিজয়ের মনে?
   উদিত হইবে না কি আবার কখন?

এক দিন অশ্রুজল ফেলিবে বিজয়!
　　এক দিন অভিশাপ দিবে ছুরীকারে
এক দিন মুছিবারে, হইতে হৃদয়
　　চাহিবে সে রক্তধারা অশ্রুবারি ধারে!

কমলে! খুলিয়া ফেল আঁচল তোমার!
　　রক্ত ধারা যেথা ইচ্ছা হক প্রবাহিত,
বিজয় সুধেছে আজি বন্ধুতার ধার—
　　প্রেমেরে কারায়ে পান বন্ধুর শোণিত!

চলিনু কমলা আজ ছাড়িয়া ধরায়
　　পৃথিবীর সাথে সব ছিঁড়িয়া বন্ধন
জলাঞ্জলি দিয়া পৃথিবীর মিত্রতায়
　　প্রেমের দাসত্ব রজ্জু করিয়া ছেদন।"

অবসন্ন হোয়ে প'ল যুবক তখনি
　　কমলার কোল হতে পড়িল ধরায়!
উঠিয়া বিপিন-বালা সবেগে অমনি
　　ঊর্দ্ধ হস্তে কহে উচ্চ সুদৃঢ় ভাষায়।

"জলন্ত জগৎ! ওগো চন্দ্র সূর্য্য তারা!
　　দেখিতেছ চিরকাল পৃথিবীর নরে!

পৃথিবীর পাপ পুণ্য, হিংসা, রক্তধারা
　　তোমরাই লিখে রাখ জলদ অক্ষরে !

সাক্ষী হও তোমরা গো করিও বিচার !—
　　তোমরা হওগো সাক্ষী পৃথ্বী চরাচর !
ব'হে যাও !—ব'হে যাও যমুনার ধার,
　　নিষ্ঠুর কাহিনী কহি সবার গোচর !

এখনই অস্তাচলে যেওনা তপন !
　　ফিরে এসো—ফিরে এসো তুমি দিনকর
এই—এই রক্ত ধারা করিয়া শোষণ—
　　লয়ে যাও—লয়ে যাও স্বর্গের গোচর !

ধুস্‌নে যমুনা জল ! শোণিতের ধারে !
　　বকুল তোমার ছায়া লও গো সরিয়ে !
গোপন ক'রো না উহা নিশীথ ! আঁধারে !
　　জগৎ ! দেখিয়া লও নয়ন ভরিয়ে !

অবাক্ হউক পৃথ্বী সভয়ে, বিস্ময়ে।
　　অবাক হইয়া যাক আঁধার নরক !
পিশাচেরা লোমাঞ্চিত হউক সভয়ে !
　　প্রকৃতি মুদুক ভয়ে নয়ন-পলক !

রক্তে লিপ্ত হয়ে যাক্ বিজয়ের মন !
বিস্মৃতি ! তোমার ছায়ে রেখো না বিজয়ে ;
শুকালেও যদি রক্ত এ রক্ত যেমন
চিরকাল লিপ্ত থাকে পাষাণ হৃদয়ে !

বিষাদ ! বিলাসে তার মাখি হলাহল—
ধরিও সমুখে তার নরকের বিষ !
শান্তির কুটীরে তার জ্বালায়ো অনল !
বিষ-বৃক্ষ-বীজ তার হৃদয়ে রোপিস্ !

দূর হ—দূর হ তোরা ভূষণ রতন !
আজিকে কমলা যে রে হোয়েছে বিধবা !
আবার কবরি ! তোরে করিনু মোচন !
আজিকে কমলা যে রে হোয়েছে বিধবা !

কি বলিস্ যমুনা লো ! কমলা বিধবা !
জাহ্নবীরে বল্ গিয়ে 'কমলা বিধবা' !
পাখী ! কি করিস গান 'কমলা বিধবা' !
দেশে দেশে বল্ গিয়ে 'কমলা বিধবা' !

আয় ! শুক ফিরে যা লো বিজন শিখরে !
মৃগদের বল্ গিয়া উচু করি গলা—

কুটীরকে বল্ গিয়ে, তটিনী, নির্ঝরে—
'বিধবা হয়েছে সেই বালিকা কমলা'।

উহুহু! উহুহু—আর সহিব কেমনে?
হৃদয়ে জ্বলিছে কত অগ্নিরাশি মিলি
বেশ ছিনু বনবালা, বেশ ছিনু বনে।—
নীরজা বলিয়া গেছে "জ্বালালি! জ্বলিলি!"

সপ্তম সর্গ।

শ্মশান।

গভীর আঁধার রাত্রি শ্মশান ভীষণ!
ভয় যেন পাতিয়াছে আপনার আঁধার আসন।
সর সর মরমরে সুধীরে তটিনী বহে যায়।
প্রাণ অকুলিয়া বহে ধূমময় শ্মশানের বায়।

গাছ পালা নাই কোথা প্রান্তর গভীর।
শাখা পত্র হীন বৃক্ষ, শুষ্ক, দগ্ধ উঁচু করি শির

দাঁড়াইয়া দূরে—দূরে নিরখিয়া চারিদিক পান
পৃথিবীর ধ্বংসরাশি,রহিয়াছে হোয়ে ম্রিয়মাণ ?

শ্মশানের নাই প্রাণ যেন আপনার
শুষ্ক তৃণরাজি তার ঢাকিয়াছে বিশাল বিস্তার !
তৃণের শিশির চুমি বহেনাকো প্রভাতের বায়
কুসুমের পরিমল ছড়াইয়া হেথায় হোথায়।

শ্মশানে আঁধার ঘোর ঢালিয়াছে বুক।
হেথা হোথা অস্থিরাশি ভস্মমাঝে লুকাইয়া মুখ !
পরশিয়া অস্থিমালা তটিনী আবার সরি যায়
ভস্মরাশি ধুয়ে ধুয়ে, নিভাইয়া অঙ্গার শিখায় !

বিকট দশন মেলি মানব কপাল—
ধ্বংসের স্মরণ স্তূপ, ছড়াছড়ি দেখিতে ভয়াল।
গভীর আঁখি কোটর, আঁধারেরে দিয়েছে আবাস
মেলিয়া দশন পাঁতি পৃথিবীরে করে উপহাস !

মানব কঙ্কাল শুয়ে ভস্মের শয্যায়
কাণের কাছেতে গিয়া বায়ু কত কথা ফুসলায় !
তটিনী কহিছে কাণে উঠ ! উঠ ! উঠ নিদ্রা হোতে
ঠেলিয়া শরীর তার ফিরে ফিরে তরঙ্গ আঘাতে।

উঠগো কঙ্কাল ! কত ঘুমাইবে আর।
পৃথিবীর বায়ু এই বহিতেছে উঠ আরবার,
উঠগো কঙ্কাল। দেখ স্রোতস্বিনী ডাকিছে তোমায়
ঘুমাইবে কত আর বিসর্জ্জন দিয়া চেতনায়!

বলনা বলনা তুমি ঘুমাও-কি বোলে?
কাল যে প্রেমের মালা পরাইয়াছিল এই গলে,
তরুণী ষোড়শী বালা! আজ তুমি ঘুমাও কি বলে!
অনাথারে একাকিনী সঁপিয়া এ পৃথিবীর কোলে!

উঠগো—উঠগো—পুনঃ করিনু আহ্বান
শুন, রজনীর কাণে ওই সে করিছে খেদ গান।
সময় তোমার আজো ঘুমাবার হয় নাই ত রে।
কোল বাড়াইয়া আছে পৃথিবীর সুখ তোমাতরে!

তুমিগো ঘুমাও, আমি বলিনা তোমারে!
জীবনের রাত্রি তব ফুরায়েছে নেত্র ধারে ধারে।
এক বিন্দু অশ্রুজল বরষিতে কেহ নাই তোর
জীবনের নিশা আহা এতদিনে হইয়াছে ভোর।

ভয় দেখাইয়া আহা নিশার তামসে—
একটি জ্বলিছে চিতা, গাঢ় ঘোর ধূমরাশি শ্বসে।

একটি অনল শিখা জ্বলিতেছে বিশাল প্রান্তরে,
অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ কণা নিক্ষেপিয়া আকাশের পরে।

কার চিতা জ্বলিতেছে কাহার কে জানে?
কমলা! কেনগো তুমি তাকাইয়া চিতাগ্নির পানে?
একাকিনী অন্ধকারে ভীষণ ঐ শ্মশান প্রদেশে।
ভূষণ-বিহীন-দেহে, শুষ্ক মুখে, এলো থেলো কেশে?

কার চিতা জান কি গো কমলে জিজ্ঞাসি।
দেখিতেছ কার চিতা শ্মশানেতে একাকিনী আসি?
নীরদের চিতা? নীরদের দেহ অগ্নি মাঝে জ্বলে?
নিবাবে ফেলিবে অগ্নি কমলে! কি নয়নের জলে?

নীরব, নিস্তব্ধ ভাবে কমলা দাঁড়ায়ে।
গভীর নিশ্বাস বায়ু উচ্ছ্বাসিয়া উঠে!
ধূমময় নিশীথের শ্মশানের বায়ে
এলো থেলো কেশ রাশি চারিদিকে ছুটে!

ভেদি অমা নিশীথের গাঢ় আন্ধকার
চিতার অনলোত্থিত অস্ফুট আলোক
পড়িয়াছে ঘোর ম্লান মুখে কমলার,
পরিস্ফুট করিতেছে সুগভীর শোক।

নিশীথে শ্মশানে আর নাই জন প্রাণী
মেঘান্ধ অমান্ধকারে মগ্ন চরাচর
বিশাল শ্মশান ক্ষেত্রে শুধু একাকিনী
বিষাদ প্রতিমা বামা বিলীন অন্তর !

তটিনী চলিয়া যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া !
নিশীথ শ্মশান বায়ু স্বনিছে উচ্ছ্বাসে !
আলেয়া ছুটিছে হোথা আঁধার ভেদিয়া !
অস্থির বিকট শব্দ নিশার নিশ্বাসে !

শৃগাল চলিয়া গেল সমুক্ষে কাঁদিয়া !—
নীরব শ্মশান ময় তুলি প্রতিধ্বনি !
মাথার উপর দিয়া পাখা ঝাপটিয়া
বাদুড় চলিয়া গেল করি ঘোরধ্বনি !

এ হেন ভীষণ স্থানে দাঁড়ায়ে কমলা !
কাঁপে নাই কমলার একটিও কেশ !
শূন্য নেত্রে, শূন্য হৃদে চাহি আছে বালা
চিতার অনলে করি নয়ন নিবেশ !

কমলা চিতায় নাকি করিবে প্রবেশ ?
বালিকা কমলা নাকি পশিবে চিতায় ?

অনলে সংসার লীলা করিবি কি শেষ ?
　　অনলে পুড়াবি নাকি সুকুমার কায় ?

সেই যে বালিকা তোরে দেখিতাম হায়—
　　ছুটিতিস্ ফুল তুলে কাননে কাননে
ফুলে ফুল সাজাইয়া ফুল সম কায়—
　　দেখাতিস্ সাজ সজ্জা পিতার সদনে।

দিতিস্ হরিণ-শৃঙ্গে মালা জড়াইয়া।
　　হরিণ শিশুরে আহা বুকে লয়ে তুলি—
সুদূর কানন ভাগে যেতিস্ ছুটিয়া
　　ভ্রমিতিস্ হেথা হোথা পথ গিয়া ভুলি।

সুধাময়ী বীণা খানি লোয়ে কোল পরে—
　　সমুচ্চ হিমাদ্রি শিরে বসি শিলাসনে—
বীণার ঝঙ্কার দিয়া মধুময় স্বরে
　　গাহিতিস্ কত গান আপনার মনে।

হরিণেরা বন হোতে শুনিয়া সে স্বর—
　　শিখরে আসিত ছুটি তৃণাহার ভুলি!
শুনিত, ঘিরিয়া বসি ঘাসের উপর—
　　বড় বড় আঁখি দুটি মুখ পানে তুলি।

সেই যে বালিকা তোরে দেখিতাম বনে
চিতার অনলে আজ হবে তোর শেষ ?
সুখের যৌবন হায় নিবাবি আগুনে ?
সুকুমার দেহ হবে ভস্ম অবশেষ !

না, না, না, সরলা বালা ফিরে যাই চল,
এসেছিলি যেথা হতে সেই সে কুটিরে :
আবার ফুলের গাছে ঢালিবিলো জল !
আবার ছুটিবি গিয়ে পর্ব্বতের শিরে !

পৃথিবীর যাহা কিছু ভুলে যালো সব
নিরাশ-যন্ত্রণাময় পৃথ্বীর প্রণয় !
নিদারুণ সংসারের ঘোর কলরব,
নিদারুণ সংসারের জ্বালা বিষময় ।

তুই স্বরগের পাখী পৃথিবীতে কেন ?
সংসার কণ্টক বনে পারিজাত ফুল ।
নন্দনের বনে গিয়া, গাইবি খুলিয়া হিয়া
নন্দন মলয় বায়ু করিবি আকুল !

আয় তবে ফিরে যাই বিজন শিখরে,
নির্ঝর ঢালিছে যেথা স্ফটিকের জল :

তটিনী বহিছে যথা কল কল স্বরে,
  সুবাস নিশ্বাস ফেলে বন ফুল দল !

বন ফুল ফুটেছিলি ছায়াময় বনে,
  শুকাইলি মানবের নিশ্বাসের বায়ে,
দয়াময়ী বনদেবী শিশির সেচনে
  আবার জীবন তোরে দিবেন ফিরায়ে !

এখনো কমলা ওই রয়েছে দাঁড়িয়ে !
  জ্বলন্ত চিতার পরে মেলিয়ে নয়ন !
ওইরে সহসা ওই মূর্চ্ছিয়ে পড়িয়ে
  ভস্মের শয্যার পরে করিল শয়ন !

এলায়ে পড়িল ভস্মে সুনিবিড় কেশ !
  অঞ্চল বসন ভস্মে পড়িল এলায়ে !
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে আলু থালু বেশ—
  কমলার বক্ষ হোতে, শ্মশানের বায়ে !

নিবে গেল ধীরে ধীরে চিতার অনল
  এখনো কমলা বালা মূর্চ্ছায় মগন
শুকতারা উজলিল গগণের তল—
  এখনো কমলা বালা স্তব্ধ অচেতন !

ওইরে কুমারী ঊষা বিলোল চরণে
উঁকি মারি পূর্ব্বাশার স্বুবর্ণ তোরণে—
রক্তিম অধর খানি হাসিতে ছাইয়া
সিঁদূর প্রকৃতি ভালে দিল পরাইয়া।

এখনো কমলা বালা ঘোর অচেতন
কমলা কপোল চুমে অরুণ কিরণ।
গণিছে কুন্তল গুলি প্রভাতের বায়
চরণে তটিনী বালা তরঙ্গ ঢুলায়!

কপোলে, আঁখির পাতে পড়েছে শিশির
নিস্তেজ স্বুবর্ণ করে পিতেছে মিহির।
শিথিল অঞ্চল খানি লোয়ে উর্ম্মিমালা
কতকি—কতকি কোরে করিতেছে খেলা!

ক্রমশঃ বালিকা ওই পাইছে চেতন!
ক্রমশঃ বালিকা ওই মেলিছে নয়ন।
বক্ষোদেশ আবরিয়া অঞ্চল বসনে
নেহারিল চারিদিক বিস্মিত নয়নে!

ভস্মরাশি সমাকুল শ্মশান প্রদেশ।
মলিনা কমলা ছাড়া যেদিকে নেহারি

বিশাল শ্মশানে নাই সৌন্দর্য্যের লেশ
জন প্রাণী নাই আর কমলারে ছাড়ি।

সূর্য্যকর পড়িয়াছে শুষ্ক ম্লান প্রায়,
ভস্ম মাখা ছুটিতেছে প্রভাতের বায়,
কোথাও নাইরে যেন আঁখির বিশ্রাম,
তটিনী ঢালিছে কাণে বিষাদের গান।

বালিকা কমলা ক্রমে করিল উত্থান
ফিরাইল চারিদিকে নিস্তেজ নয়ান।
শ্মশানের ভস্ম মাখা অঞ্চল তুলিয়া
যেদিকে চরণ চলে যাইল চলিয়া!

অষ্টম সর্গ।

বিসর্জ্জন।

আজিও পড়িছে ওই সেই সে নির্ঝর।
হিমাদ্রির বুকে বুকে শৃঙ্গে শৃঙ্গে ছুটে সুখে,
সরসীর বুকে পড়ে ঝর ঝর ঝর।

আজিও সে শৈলবালা, বিস্তারিয়া ঊর্ম্মিমালা,
চলিছে কত কি কহি আপনার মনে!
তুষার শীতলবায়, পুষ্প চুমি চুমি যায়,
খেলা করে মনোসুখে তটিনীর সনে।

কুটীর তটিনী তীরে, লতারে ধরিয়া শিরে
মুখ ছায়া দেখিতেছে সলিল দর্পণে!
হরিণেরা তরু ছায়ে, খেলিতেছে গায়ে গায়ে,
চমকি হেরিছে দিক পাদপ কম্পনে।

বনের পাদপ পত্র, আজিও মানব নেত্র,
হিংসার অনলময় করেনি লোকন!
কুসুম লইয়া লতা, প্রণত করিয়া মাথা,
মানবেরে উপহার দেয়নি কখন!

বনের হরিণগণে, মানবের শরাসনে—
ছুটে ছুটে ভ্রমে নাই তরাসে তরাসে!
কানন ঘুমায় সুখে, নীরব শান্তির বুকে
কলঙ্কিত নাহি হোয়ে মানব নিশ্বাসে।

কমলা বসিয়া যাছে উদাসিনী বেশে!
শৈলতটিনীর তীরে এলোথেলো কেশে!

অধরে সঁপিয়া কর, অশ্রু বিন্দু ঝর ঝর
  ঝরিছে কপোলদেশে মুছিছে আঁচলে।
  সম্বোধিয়া তটিনীরে ধীরে ধীরে বলে
"তটিনী বহিয়া যাও আপনার মনে।
কিন্তু সেই ছেলে বেলা, যেমন করিতে খেলা
  তেমনি করিয়ে খেলো নির্ঝরের সনে।

তখন যেমন স্বরে, কল কল গান করে
  মৃদু বেগে তীরে আসি পড়িতে লো ঝাঁপি।
বালিকা ক্রীড়ার ছলে, পাথর ফেলিয়া জলে,
  মারিতাম, জলরাশি উঠিত লো কাঁপি।

তেমনি খেলিয়ে চল, তুই লো তটিনী জল!
  তেমনি বিতরি সুখ নয়নে আমার।
নির্ঝর তেমনি কোরে, ঝাঁপিয়া সরসী পরে
  পড় লো উগরি শুভ্র ফেন রাশি ভার!

  মুছিতে লো অশ্রুবারি এয়েছি হেথায়।
তাই বলি পাপীয়ারে! গান কর্ সুধাধারে
  নিবাইয়া হৃদয়ের অনল শিখায়!

ছেলেবেলাকার মত, বায়ু তুই অবিরত
লতার কুসুমরাশি কর্ লো কম্পিত
নদী চল দুলে দুলে ! পুষ্প দে হৃদয় খুলে ।
নির্ঝর সরসী লক্ষ কর্ বিচলিত ।

সেদিন আসিবে আর, হৃদি মাঝে যাতনার
রেখা নাই, প্রমোদেই পূরিত অন্তর ।
ছুটা ছুটি করি বনে, বেড়াইব ফুল্লমনে,
প্রভাতে অরুণোদয়ে উঠিব শিখর ।

মালা গাথি ফুলে ফুলে, জড়াইব এলোচুলে
জড়ায়ে ধরিব গিয়ে হরিণের গল ।
বড় বড় দুটি আঁখি, মোর মুখ পানে রাখি
এক দৃষ্টে চেয়ে রবে হরিণ বিহ্বল ।

সেদিন গিয়েছে হারে—বেড়াই নদীর ধারে
ছায়া কুঞ্জে শুনি গিয়ে শুকদের গান ।
না থাক, হেথায় বসি, কি হবে কাননে পশি,
শুক আর গাবেনাকো খুলিয়ে পরাণ ।
সেও যেগো ধরিয়াছে বিষাদের তান ।

৬

জুড়ায়ে হৃদয় ব্যথা, দুলিবে না পুষ্পলতা
তেমন জীবন্ত ভাবে বহিবে না বায়!
প্রাণ হীন যেন সবি—যেন রে নীরব ছবি
প্রাণ হারাইয়া যেন নদী বহে যায়!

তবুও যাহাতে হোক্, নিবাতে হইবে শোক
তবুও মুছিতে হবে নয়নের জল।
তবুও ত আপনারে, ভুলিতে হইবে হারে!
তবুও নিবাতে হবে হৃদয় অনল!

যাই তবে বনে বনে, ভ্রমিগে আপন মনে,
যাই তবে গাছে গাছে ঢালি দিই জল!
শুক পাখীদের গান, শুনিয়া জুড়াই প্রাণ
সরসী হইতে তবে তুলিগে কমল।

হৃদয় নাচে না ত গো তেমন উল্লাসে!
ভ্রমিত ভ্রমিই বনে, ম্রিয়মাণ শূন্য মনে,
দেখিত দেখিই বোসে সলিল উচ্ছ্বাসে!
তেমন জীবন্ত ভাব নাই ত অন্তরে—
দেখিয়া লতার কোলে, ফুটন্ত কুসুম দোলে,
কুঁড়ি লুকাইয়া আছে পাতার ভিতরে—

নিঝরের ঝরঝরে—হৃদয় তেমন কোরে
উল্লাসে হৃদয় আর উঠে না নাচিয়া!
কি জানি কি করিতেছি,কি জানি কি ভাবিতেছি
কি জানি কেমন ধারা শূন্য প্রায় হিয়া!

তবুও যাহাতে হোক্, নিবাতে হইবে শোক,
তবুও মুছিতে হবে নয়নের জল।
তবুও ত আপনারে, ভুলিতে হইবে হারে,
তবুও নিবাতে হবে হৃদয় অনল!

কাননে পশিগে তবে, শুক যেথা সুধা রবে
গান করে জাগাইয়া নীরব কানন।
উঁচু করি করি মাথা, হরিণেরা বৃক্ষপাতা
সুধীরে নিঃশঙ্ক মনে করিছে চর্ব্বণ।

সুন্দরী এতেক বলি, পশিল কানন স্থলী
পাদপ রৌদ্রের তাপ করিছে বারণ।
বৃক্ষছায়ে তলে তলে, ধীরে ধীরে নদী চলে,
সলিলে বৃক্ষের মূল করি প্রক্ষালন।

হরিণ নিঃশঙ্ক মনে, শুয়ে ছিল ছায়া বনে
পদশব্দ পেয়ে তারা চমকিয়া উঠে।

বিস্তারি নয়নদ্বয়, মুখ পানে চাহি রয়
সহসা সভয় প্রাণে বনান্তরে ছুটে।

ছুটিছে হরিণ চয়, কমলা অবাক রয়
নেত্র হতে ধীরে ধীরে ঝরে অশ্রু জল।
ওই যায়--ওই যায়--হরিণ হরিণী হায়—
যায় যায় ছুটে ছুটে মিলি দলে দল।

কমলা বিষাদ ভরে কহিল সমুচ্চস্বরে—
প্রতিধ্বনি বন হোতে ছুটে বনান্তরে।
যাস্‌নে—যাস্‌নে তোরা আয় ফিরে আয়
কমলা—কমলা সেই ডাকিতেছে তোরে।

সেই যে কমলা সেই থাকিত কুটীরে
সেই যে কমলা সেই বেড়াইত বনে।
সেই যে কমলা পাতা ছিঁড়ি ধীরে ধীরে
হরষে তুলিয়া দিত তোদের আননে।

কোথা যাস্—কোথা যাস্—আয় ফিরে আয়।
ডাকিছে তোদের আজি সেই সে কমলা।
কারে ভয় করি তোরা যাস্ রে কোথায় ?
আয় হেথা দীর্ঘশৃঙ্গ। আয় লো চপলা।

এলিনে—এলিনে তোরা এখনো এলিনে—
  কমলা ডাকিছে যেরে তবুও এলিনে।
ভুলিয়া গেছিস্ তোরা আজি কমলারে?
  ভুলিয়া গেছিস্ তোরা আজি বালিকারে?

খুলিয়া ফেলিনু এই কবরী-বন্ধন,
  এখনও ফিরিবি না হরিণের দল?
এই দেখ্—এই দেখ্—ফেলিয়া বসন
  পরিনু সে পুরাতন গাছের বাকল!
যাক্ তবে, যাক্ চ'লে—যে যায় সেখানে—
  শুক পাখী উড়ে যাক্ সুদূর বিমানে!
আয়—আয়—আয় তুই আয় রে মরণ!
  বিনাশ-শক্তিতে তোর নিভা এ যন্ত্রণা
পৃথিবীর সাথে সব ছিঁড়িব বন্ধন!
  বহিতে অনল হৃদে আর ত পারি না!

নীরদ স্বরগে আছে, আছেন জনক
  স্নেহময়ী মাতা মোর কোল রাখি পাতি—
সেথায় মিলিব গিয়া, সেথায় যাইব—
  ভোর করি জীবনের বিষাদের রাতি!

নীরদে আমাতে চড়ি প্রদোষ তারায়
অস্তগামী তপনেরে করিব বীক্ষণ;
মন্দাকিনী তীরে বসি দেখিব ধরায়
এত কাল যার কোলে কাটিল জীবন।

শুকতারা প্রকাশিবে উষার কপোলে
তখন রাখিয়া মাথা নীরদের কোলে—
অশ্রু জল সিক্ত হয়ে কব সেই কথা
পৃথিবী ছাড়িয়া এনু পেয়ে কোন্ ব্যথা!
নীরদের আঁখি হোতে ব'বে অশ্রু জল!
মুছিব হরষে আমি তুলিয়া আঁচল!
আয়—আয়—আয় তুই, আয় রে মরণ!
পৃথিবীর সাথে সব ছিঁড়িব বন্ধন!"

এত বলি ধীরে ধীরে উঠিল শিখর!
দেখে বালা নেত্র তুলে—
চারিদিক গেছে খুলে
উপত্যকা, বনভূমি, বিপিন, ভূধর!

তটিনীর শুভ্র রেখা—
নেত্র পথে দিল দেখা—
ছায়া ঢুলাইয়া ব'হে ব'হে যায়!

ছোট ছোট গাছপালা—
সঙ্কীর্ণ নির্ঝর মালা
সবি যেন দেখা যায় রেখা রেখা প্রায়।

গেছে খুলে দিগ্বিদিক—
নাহি পাওয়া যায় ঠিক—
কোথা কুঞ্জ—কোথা বন—কোথায় কুটীর।
শ্যামল মেঘের মত—
হেথা হোথা কত শত
দেখায় ঝোপের প্রায় কানন গভীর।

তুষার রাশির মাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী।
মাথায় জলদ ঠেকে;
চরণে চাহিয়া দেখে
গাছপালা ঝোপে ঝাপে ভূধর আবরি।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা রেখা
হেথা হোথা যায় দেখা
ক কোথা পড়িয়া আছে কে দেখে কোথা
ন, গিরি, লতা, পাতা আঁধারে মিশায়

অসংখ্য শিখর মালা ব্যাপি চারি ধার

মধ্যের শিখর পরে

(মাথায় আকাশ ধরে)

কমলা দাঁড়ায়ে আছে চৌদিকে তুষার।

চৌদিকে শিখর মালা—

মাঝেতে কমলা বালা—

একেলা দাঁড়ায়ে মেলি নয়ন যুগল।

এলোথেলো কেশপাশ—

এলোথেলো বেশ বাস,

তুষারে লুটায়ে পড়ে বসন আঁচল।

যেন কোন্ সুর-বালা—

দেখিতে মর্ত্ত্যের লীলা

স্বর্গ হোতে নামি আসি হিমাদ্রি শিখরে

চড়িয়া নীরদ-রথে—

সমুচ্চ শিখর হোতে

দেখিলেন পৃথ্বীতল বিস্মিত অন্তরে।

তুষার রাশির মাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী।

হিমময় বায়ু ছুটে,

অন্তরে অন্তরে ফুটে

হৃদয়ে রুধিরোচ্ছ্বাস স্তব্ধপ্রায় করি ;

শীতল তুষার দল—
কোমল চরণতল
দিয়াছে অসাড় ক'রে পাষাণের মত !
কমলা দাঁড়ায়ে আছে যেন জ্ঞানহত !

কোথা স্বর্গ—কোথা মর্ত্ত্য—আকাশ পাতাল
কমলা কি দেখিতেছে !
কমলা কি ভাবিতেছে !
কমলার হৃদয়েতে ঘোর গোলমাল !

চন্দ্র সূর্য্য নাই কিছু—
শূন্যময় আগু পিছু !
নাই রে কিছুই যেন ভূধর কানন !
নাই'ক শরীর দেহ—
জগতে নাই'ক কেহ—
একেলা রয়েছে যেন কমলার মন !
কে আছে—কে আছে—আজি কর গো বারন !

লিকা ত্যজিতে প্রাণ করেছে মনন !
বারণ কর গো তুমি গিরি হিমালয় !
শুনেছ কি বনদেবী—করুণা-আলয়—
লিকা তোমার কোলে করিত ক্রন্দন—

সে নাকি মরিতে আজ করেছে মনন ?
বনের কুসুম কলি—
তপন তাপনে জ্বলি
শুকায়ে মরিবে নাকি ক'রেছে মনন।
শীতল শিশির ধারে—
জীয়াও জীয়াও তারে
বিশুষ্ক হৃদয় মাঝে বিতরি জীবন।

উদিল প্রদোষ-তারা সাঁঝের আঁচলে—
এখনি মুদিবে আঁখি ?
বারণ করিবে না কি ?
এখনি নীরদ কোলে মিশাবে কি বোলে ?

অনন্ত তুষার মাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী।
মোহ স্বপ্ন গেছে ছুটে—
হেরিল চমকি উঠে—
চৌদিকে তুষার রাশি শিখর আবরি।

উচ্চ হোতে উচ্চ গিরি—
জলদে মস্তক ঘিরি
দেবতার সিংহাসন করিছে লোকন।

বন-বালা থাকি থাকি—
সহসা মুদিল আঁখি—
কাঁপিয়া উঠিল দেহ! কাঁপি উঠে মন!

অনন্ত আকাশ মাঝে একেলা কমলা!
অনন্ত তুষার মাঝে একেলা কমলা!
সমুচ্চ শিখর পরে একেলা কমলা!
আকাশে শিখর উঠে—
চরণে পৃথিবী লুটে—
একেলা শিখর পরে বালিকা কমলা!

ওই—ওই—ধর্—ধর্—পড়িল বালিকা!
ধবল তুষারচ্যুতা পড়িল বিহ্বল!—
খসিল পাদপ হোতে কুসুম কলিকা।
খসিল আকাশ হোতে তারকা উজ্জ্বল।

...ান্ত তটিনী চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
...রিল বুকের পরে কমলা বালায়!
...সে সফেন জল উঠিল নাচিয়া।
...ার দেহ ওই ভেসে ভেসে যায়!

কমলার দেহ বহে সলিল উচ্ছ্বাস।
   কমলার জীবনের হোলো অবসান!
ফুরাইল কমলার দুখের নিঃশ্বাস
   জুড়াইল কমলার তাপিত পরাণ!

কল্পনা! বিষাদে দুখে গাইনু সে গান!
   কমলার জীবনের হোলো অবসান!
দীপালোক নিভাইল প্রচণ্ড পবন!
   কমলার—প্রতিমার হ'ল বিসর্জ্জন!